Bangla Quran

with arabic transliteration

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তোমার এই পবিত্র কুরআন শুদ্ধভাবে পড়ার ক্ষমতা দান কর

পারা - ৩০

এই পেইজে শুধুমাত্র বোঝার জন্য বাংলায় আরবী উচ্চারণ দেয়া হয়েছে।
সবাই চেষ্টা করবেন আরবী অংশ দেখে প্রকৃত আরবী উচ্চারণে পড়ার,

সূরা নাবা
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৪০
রুকূ ঃ ২

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝١ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيْمِ ۝٢ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۝٣ كَلَّا

১। 'আম্মা ইয়াতাসা—আলূন। ২। 'আনিন্ নাবাইল্ 'আজীম ৩। আল্লাযী হুম ফীহি মুখ্‌তালিফূন। ৪। কাল্লা-
(১) তারা একে অপরের কাছে কোন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে? (২) গুরুতর খবর সম্পর্কে, (৩) যে ব্যাপারে তাদের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। (৪) কখনই নয়,

سَيَعْلَمُوْنَ ۝٤ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝٥ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۝٦ وَّالْجِبَالَ

সাইয়া'লামূনা ৫। ছুম্মা কাল্লা- সাইয়া'লামূন। ৬। আলাম নাজ্'আলিল্ আরদ্বা- মিহা-দা-। ৭। ওয়াল্ জ্বিবা-লা
অতিশীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (৫) অতঃপর কখনই নয়, অতিশীঘ্রই তারা জানতে পারবে। (৬) আমি কি যমীনকে বিছানা বানিয়ে দেইনি? (৭) আর পাহাড়গুলোকে

اَوْتَادًا ۝٧ وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝٨ وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝٩ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۝١٠

আওতা-দা। ৮। ওয়া খালাক্‌না-কুম আয্‌ওয়া-জ্বা- ৯। ওয়া জ্বা'আল্‌না- নাওমাকুম সুবা-তা-। ১০। ওয়া জ্বা'আল্‌নাল্ লাইলা লিবা-সা-।
খুঁটির মত করে দেইনি? (৮) আর তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি জোড়া জোড়া করে, (৯) আর তোমাদের নিদ্রাকে করে দিয়েছি আরামদায়ক। (১০) আর রাতকে করেছি আবরণ,

وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝١١ وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝١٢ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا

১১। ওয়া জ্বা'আলনান্ নাহা-রা মা'আ-শা-। ১২। ওয়া বানাইনা- ফাওক্বাকুম সাব'আন শিদা-দা-। ১৩। ওয়া জ্বা'আল্‌না- সিরা-জ্বাঁ
(১১) আর দিনকে করেছি জীবিকা অন্বেষণের সময়, (১২) আর তোমাদের উপর তৈরি করেছি সাত আসমান মজবুত করে, (১৩) আর সৃষ্টি

وَّهَّاجًا ۝١٣ وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۝١٤ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۝١٥

ওয়াহ্‌হা-জ্বা-। ১৪। ওয়া আন্‌যাল্‌না- মিনাল্ মু'স্বিরা-তি মা—আন ছাজ্জা-জ্বা-। ১৫। লিনুখ্‌রিজ্বা বিহী হ্বাব্বাওঁ ওয়া নাবা-তা-।
করেছি এক উজ্জ্বল প্রদীপ, (১৪) আর আমি বর্ষণ করি, বাদলা মেঘ হতে অজস্র পানি, (১৫) তা দিয়ে উৎপন্ন করার জন্য উদ্ভিদ শস্য,

وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۝١٦ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۝١٧ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ

১৬। ওয়া জ্বান্না-তিন্ আল্‌ফা-ফা-। ১৭। ইন্না ইয়াওমাল্ ফাস্বলি কা-না মীক্বা-তা-। ১৮। ইয়াওমা ইউন্‌ফাখু ফিস্বস্বূরি ফাতা'তূনা
(১৬) আর ঘন বাগান। (১৭) ফয়সালার দিন (কিয়ামত) নির্দিষ্ট রয়েছে। (১৮) সেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে, আর তোমরা দলে দলে এসে

اَفْوَاجًا ۝١٨ وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۝١٩ وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ

আফ্‌ওয়া-জ্বা-। ১৯। ওয়া ফুতিহ্‌তিস্ সামা—উ ফাকা-নাত আব্‌ওয়া-বা- ২০। ওয়া সুইয়্যিরাতিল্ জ্বিবা-লু ফাকা-নাত্
একত্রিত হবে, (১৯) আর আকাশ খুলে দেয়া হবে, তাতে বহু দরজা হয়ে যাবে। (২০) পাহাড়গুলো চালিত হবে সেগুলো হয়ে যাবে

বিশ্লেষণ (আঃ ২) ঃ فيه مختلفون - মতভেদের বিষয় নিয়ে তফসীরকারদের মধ্যে বিভিন্নমত রয়েছে। কেউ বলেন, মতভেদের বিষয় হল কুরআন মাজীদ। কাফিরেরা কুরআন মাজীদের ব্যাপারে মতভেদ করছিল। কেউ এ কুরআনকে যাদু, কেউ উপাখ্যান এবং কেউ কবিতা বলছিল। কেউ বলেন, মতভেদের বিষয় হল কিয়ামত। কাফিরেরা কেউ এ কিয়ামতকে অস্বীকার করছিল। কেউ এ ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে ছিল। কেউ বলেন, প্রশ্নকারী মুমিন কাফির উভয়ই ছিল। মুমিনের প্রশ্ন ছিল, তাদের বিশ্বাসকে আরও দৃঢ় করার জন্য। আর কাফিরদের প্রশ্ন ছিল উপহাস ও ঠাট্টা স্বরূপ। (কুঃ কারীম)

سرابا ﴿٢٠﴾ ان جهنم كانت مرصادا ﴿٢١﴾ للطاغين مابا ﴿٢٢﴾ لبثين فيها احقابا ﴿٢٣﴾

সারা-বা- । ২১ । ইন্না জ্বাহান্নামা কা-নাত্ মির্স্বা-দা- ২২ । লিত্ত্বা-গীনা মাআ-বাল্ ২৩ । লা-বিছীনা ফীহা~আহ্ক্বা-বা- ।

মরু-মরীচিকা । (২১) জাহান্নামতো অপেক্ষায় আছে, (২২) তা হবে নাফরমানদের জন্য ঠিকানা । (২৩) সেখানে তারা থাকবে যুগ-যুগ ধরে ।

﴿٢٤﴾ لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا ﴿٢٥﴾ الا حميما وغساقا ﴿٢٦﴾ جزاء وفاقا ﴿٢٧﴾ انهم

২৪ । লা- ইয়াযূক্বূনা ফীহা- বার্দাওঁ ওয়ালা- শারা-বা- । ২৫ । ইল্লা- হ্বামীমাওঁ ওয়াগাস্সা-ক্বা- । ২৬ । জ্বাযা—আওঁ ওয়িফা-ক্বা- । ২৭ । ইন্নাহুম

(২৪) সেখানে তারা শীতলতার কোন স্বাদ পাবে না এবং পাবে না কোন পানীয়, (২৫) ফুটন্ত পানি এবং পুঁজ ছাড়া । (২৬) এটাই তাদের যথাযথ প্রতিফল । (২৭) কারণ, তারা

كانوا لا يرجون حسابا ﴿٢٨﴾ وكذبوا بايتنا كذابا ﴿٢٩﴾ وكل شيء احصينه كتبا ﴿٣٠﴾

কা-নূ লা- ইয়ারজূনা হিসা-বা- । ২৮ । ওয়া কায্যাবূ বিআ-য়া-তিনা- কিয্যা-বা- । ২৯ । ওয়া কুল্লা শাইয়িন্ আহ্স্বাইনা-হু কিতা-বা- ।

কখনও হিসাব নিকাশের আশা করত না । (২৮) আর তারা আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করত । (২৯) আমি তার সব কর্মগুলোই লিখে হিসাব করে রেখেছি ।

﴿٣٠﴾ فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ﴿٣١﴾ ان للمتقين مفازا ﴿٣٢﴾ حدائق واعنابا

৩০ । ফাযূক্বূ ফালান্ নাযীদাকুম ইল্লা- 'আযা-বা- । ৩১ । ইন্না লিল্ মুত্তাক্বীনা মাফা-যা- । ৩২ । হ্বাদা—ইক্বা ওয়া আ'না-বা-

(৩০) সুতরাং তোমরা এখন স্বাদ উপভোগ কর, আর তোমাদের শাস্তি ব্যতীত আর কিছুই বৃদ্ধি পাবে না । (৩১) নিশ্চয়ই পরহেজগারদের জন্য রয়েছে সফলতা, (৩২) ফল ফলাদির বাগান এবং আঙ্গুর ।

﴿٣٣﴾ وكواعب اترابا ﴿٣٤﴾ وكاسا دهاقا ﴿٣٥﴾ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذبا ﴿٣٦﴾ جزاء من

৩৩ । ওয়া কাওয়া-ইবা আত্রা-বা- । ৩৪ । ওয়া কা'সান্ দিহা-ক্বা- । ৩৫ । লা- ইয়াসমা'ঊনা ফীহা-লাগওয়াওঁ ওয়ালা- কিয্যা-বা- । ৩৬ । জ্বাযা—আম্ মির্

(৩৩) আর সমবয়সী যুবতী কুমারী, (৩৪) আর পরিপূর্ণ পাত্র । (৩৫) সেখানে তারা বাজে কথা এবং মিথ্যা কথা শোনবে না । (৩৬) এগুলো হচ্ছে তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে

ربك عطاء حسابا ﴿٣٧﴾ رب السموت والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه

রাব্বিকা 'আত্বা—আন্ হিসা-বা- । ৩৭ । রাব্বিস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আরদ্বি ওয়ামা- বাইনাহুমার্ রাহ্মা-নি লা-ইয়াম্লিকূনা মিন্হু

প্রতিদান যা দানের দিক দিয়ে হবে যথেষ্ট । (৩৭) যিনি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থ সব কিছুর রব । যিনি পরম করুণাময়, তাকে সম্বোধন করে কিছু বলার

خطابا ﴿٣٨﴾ يوم يقوم الروح والملئكة صفا لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن

খিত্বা-বা- । ৩৮ । ইয়াওমা ইয়াক্বূমুর্ রূ ওয়াল্ মালা—ইকাতু স্বাফ্ফাল লা-ইয়াতাকাল্লামূনা ইল্লা- মান আযিনা লাহুর্ রাহ্মা-নু

ক্ষমতা কেউ রাখবে না । (৩৮) সেদিন রূহ ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে । পরম করুণাময় যাকে অনুমতি দিবেন সে ব্যতীত আর কেউ কথা বলতে পারবে না ।

وقال صوابا ﴿٣٩﴾ ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مابا ﴿٤٠﴾ انا انذرنكم

ওয়া ক্বা-লা স্বাওয়া-বা- । ৩৯ । যা-লিকাল্ ইয়াওমুল্ হ্বাক্কু, ফামান্ শা—আত্তাখাযা ইলা- রাব্বিহী মাআ-বা- । ৪০ । ইন্না ~আন্যার্না-কুম

এবং সে সঠিক কথাই বলবে । (৩৯) এ দিন সত্য; সুতরাং যে চায় সে যেন তার প্রতিপালকের কাছে ঠিকানা বানিয়ে নেয় । (৪০) নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে

عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يده ويقول الكفر يليتني كنت تربا

'আযা-বান্ ক্বারীবাই ইয়াওমা ইয়ান্যুরুল্ মার্উ মা-ক্বাদ্দামাত্ ইয়াদা-হু ওয়া ইয়াকূলুল্ কা-ফিরু ইয়া-লাইতানী কুন্তু তুরা-বা- ।

সাবধান করে দিচ্ছি, নিকটবর্তী শাস্তির, সেদিন প্রতিটি লোক তার কৃতকর্মগুলো দেখতে পাবে আর কাফিরেরা বলবে, হায়! আজ আমার দুর্ভাগ্য, আমি যদি মাটি হয়ে যেতাম ।

সূরা না-যি'আ-ত মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত : ৪৬ রুকূ : ২

﴿١﴾ وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ﴿٢﴾ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ﴿٣﴾ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ﴿٤﴾ فَالسّٰبِقٰتِ

১। ওয়ান্না-যি'আ-তি গারক্বাওঁ ২। ওয়ান্না-শিত্বা-তি নাশ্‌ত্বাওঁ ৩। ওয়াস্ সা-বিহ্বা-তি সাবহ্বা- । ৪। ফাস্‌সা-বিক্বা-তি

(১) শপথ তাদের, যারা কঠোরভাবে প্রাণ টেনে আনে, (২) শপথ তাদের, যারা সহজভাবে বন্ধন খুলে দেয়, (৩) শপথ তাদের, যারা তীব্রবেগে সাতরিয়ে যায়, (৪) আর শপথ তাদের, যারা দ্রুতগতিতে এগিয়ে

سَبْقًا ﴿٥﴾ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ﴿٦﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ﴿٧﴾ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۝

সাব্‌ক্বা- । ৫। ফাল্ মুদাব্বিরা-তি আমরা- । ৬। ইয়াওমা তার্‌জুফুর্ রা-জ্বিফাহ্ । ৭। তাত্‌বা'উহার রা-দিফাহ্ ।

যায়। (৫) শপথ তাদের, যারা কাজের ব্যবস্থা করে, (৬) সেদিন কম্পনকারীর প্রথম ফুৎকার প্রকম্পিত করবে। (৭) তারপরে তার অনুসরণ করবে তার পশ্চাদ্বর্তী দ্বিতীয় ফুৎকার।

﴿٨﴾ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ﴿٩﴾ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ﴿١٠﴾ يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ

৮। ক্বুলূবুঁই ইয়াওমাইযিওঁ ওয়া-জ্বিফাহ্ । ৯। আব্‌স্বা-রুহা- খা-শি'আহ্ । ১০। ইয়াক্বূলূনা আ ইন্না- লামার্‌দূদূনা

(৮) সেদিন অন্তর ভয়ে কাঁপতে থাকবে। (৯) তাদের দৃষ্টি লজ্জায় অবনত থাকবে, (১০) তারা বলবে, আমরা কি সে পূর্বের অবস্থায়

فِى الْحَافِرَةِ ﴿١١﴾ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ﴿١٢﴾ قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴿١٣﴾ فَاِنَّمَا هِىَ

ফিল্ হা-ফিরাহ্ । ১১। আইযা- কুন্না- 'ইযা-মান্ নাখিরাহ্ । ১২। ক্বা-লূ তিলকা ইযান কার্‌রাতুন্ খা-সিরাহ্ । ১৩। ফাইন্নামা- হিয়া

ফিরে যাবই? (১১) যখন আমরা পরিণত হয়ে যাব গুঁড়াহাড়ে তখনও? (১২) তারা বলে, যদি তাই হয়, তবে তো এ প্রত্যাবর্তন খুবই সর্বনাশের হবে। (১৩) সেতো শুধু

زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿١٤﴾ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴿١٥﴾ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ﴿١٦﴾ اِذْ نَادٰىهُ

যাজ্‌রাতুওঁ ওয়া-হ্বিদাহ্ । ১৪। ফাইযা- হুম বিস্‌সা-হিরাহ্ । ১৫। হাল্ আতা-কা হ্বাদীছু মূসা- । ১৬। ইয্ না-দা-হু

একটি ভয়ংকর আওয়াজ। (১৪) আর তখনই তারা ময়দানে এসে একত্রিত হবে। (১৫) মূসার খবর তোমাদের কাছে কি পৌঁছেছে? (১৬) যখন তাঁর

رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ﴿١٧﴾ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ﴿١٨﴾ فَقُلْ هَلْ لَّكَ

রাব্বুহূ বিল্‌ওয়া-দিল মুক্বাদ্দাসি ত্বুওয়া- । ১৭। ইয্‌হাব্ ইলা- ফির'আওনা ইন্নাহূ ত্বাগা- । ১৮। ফাকুল্ হাল্ লাকা

প্রতিপালক তাকে পবিত্র উপত্যকা তুয়ায় ডেকে বললেন, (১৭) তুমি ফিরআউনের কাছে যাও, সেতো অবাধ্য হয়েছে, (১৮) আর তাকে বল, তুমি কি তোমার নিজের

اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ﴿١٩﴾ وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ﴿٢٠﴾ فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ۝

ইলা~আন্ তাযাক্কা- । ১৯। ওয়া আহ্‌দিয়াকা ইলা- রাব্বিকা ফাতাখ্‌শা- । ২০। ফাআরা-হুল্ আ-য়াতাল্ কুব্‌রা- ।

সংশোধন কামনা কর? (১৯) আমি তোমাকে তোমার প্রতিপালকের দিকে পথ প্রদর্শন করব, যাতে তুমি তাকে ভয় কর। (২০) অতঃপর সে তাকে বড় নিদর্শন দেখাল।

﴿٢١﴾ فَكَذَّبَ وَعَصٰى ﴿٢٢﴾ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ﴿٢٣﴾ فَحَشَرَ فَنَادٰى ﴿٢٤﴾ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ

২১। ফাকায্‌যাবা ওয়া 'আস্বা- । ২২। ছুম্মা আদ্‌বারা ইয়াস্'আ- । ২৩। ফাহ্বাশারা ফানা-দা- । ২৪। ফাক্বা-লা আনা রাব্বুকুমুল্

(২১) কিন্তু সে তা অস্বীকার করল এবং অবাধ্য হল। (২২) অতঃপর সে সরে গিয়ে মোকাবেলার জোর চেষ্টা চালাতে লাগল। (২৩) সবাইকে সমবেত করল এবং জোর আওয়াজে ঘোষণা দিল, (২৪) বলল, আমিই তোমাদের সবচেয়ে বড়

الْاَعْلٰى ﴿٢٥﴾ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ﴿٢٦﴾ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً

আ'লা- । ২৫। ফাআখাযাহুল্লা-হু নাকা-লাল্ আ-খিরাতি ওয়াল্ ঊলা- । ২৬। ইন্না ফী যা-লিকা লা'ইব্‌রাতাল্

প্রভুর, (২৫) অতঃপর আল্লাহ তাকে পরকাল ও ইহকালের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিতে আবদ্ধ করেন। (২৬) যে আল্লাহকে ভয় করে অবশ্যই তার জন্য রয়েছে এতে

ع ২৬ ৩ রুকূ

لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿٢٦﴾ ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ ۚ بَنَاهَا ﴿٢٧﴾ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّىٰهَا ﴿٢٨﴾

লিমাইঁ ইয়াখ্শা-। ২৭। আ আন্তুম আশাদ্দু খাল্ক্বান্ আমিস্ সামা—উ ; বানা-হা-। ২৮। রাফা'আ সাম্কাহা- ফাসাওয়্যা-হা-।

উপদেশ। (২৭) তোমাদেরকে সৃষ্টি করা বেশি কঠিন না আকাশ সৃষ্টি করা? তিনিইতো তা বানিয়েছেন। (২৮) তিনি উঁচু করেছেন তার ছাদ। আর তাকে সুবিন্যস্ত করেছেন।

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ﴿٢٩﴾ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ﴿٣٠﴾

২৯। ওয়া আগত্বাশা লাইলাহা- ওয়া আখ্রাজ্বা দুহা-হ্বা-। ৩০। ওয়াল আর্দ্বা বা'দা যা-লিকা দাহ্বা-হা-।

(২৯) তিনি রজনীকে আঁধার দ্বারা আচ্ছাদিত করেছেন এবং প্রকাশ করেছেন সকালের সূর্য কিরণ, (৩০) এবং এরপরে তিনি ভূমিকে বিস্তৃত করেছেন।

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴿٣١﴾ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾

৩১। আখ্রাজ্বা মিনহা- মা—আহা- ওয়া মার্'আ-হা-। ৩২। ওয়াল্ জ্বিবা-লা আরসা-হা-। ৩৩। মাতা-'আল্ লাকুম ওয়ালি আন'আ-মিকুম।

(৩১) এবং তার থেকে উৎপন্ন করেছেন পানি ও উদ্ভিদ। (৩২) আর পাহাড়গুলোকে মজবুত ভাবে গেঁথে দিয়েছেন, (৩৩) তোমাদের ও তোমাদের পালিত পশুগুলোর ভোগের জন্য।

فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَىٰ ﴿٣٥﴾

৩৪। ফাইযা- জ্বা—আতিত্ব ত্বা—ম্মাতুল কুব্রা-। ৩৫। ইয়াওমা ইয়াতাযাক্কারুল্ ইন্সা-নু মা- সা'আ-।

(৩৪) অতঃপর যখন এসে উপস্থিত হবে সে মহাপ্রলয় (কিয়ামত)। (৩৫) সেদিন, মানুষ যা (নেকী বদী) করেছে, তা স্মরণ করবে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ﴿٣٦﴾ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ ﴿٣٧﴾ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٣٨﴾

৩৬। ওয়া বুর্রিযাতিল্ জ্বাহীমু লিমাইঁ ইয়ারা-। ৩৭। ফাআম্মা- মান্ ত্বাগা-। ৩৮। ওয়া আ-ছারাল্ হ্বায়া-তাদ্ দুনইয়া-।

(৩৬) আর প্রকাশ করা হবে জাহান্নামের আগুন, প্রত্যেক চক্ষুষ্মানের সামনে। (৩৭) অতঃপর যে, নাফরমানী করে, (৩৮) এবং পার্থিব জীবনকে প্রধান্য দেয়,

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ

৩৯। ফাইন্নাল্ জ্বাহীমা হিয়াল্ মা'ওয়া-। ৪০। ওয়া আম্মা- মান্ খা-ফা মাক্বা-মা রাব্বিহী ওয়া নাহান্ নাফ্সা

(৩৯) তার ঠিকানা হবে জাহান্নাম। (৪০) আর যে তার প্রতিপালকের সামনে উপস্থিতির ভয় রাখে, আর যে নিজকে তার প্রবৃত্তি থেকে

عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٤٠﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴿٤١﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ

'আনিল হাওয়া-। ৪১। ফাইন্নাল্ জ্বান্নাতা হিয়াল্ মা'ওয়া-। ৪২। ইয়াস্আলূনাকা 'আনিস্ সা-'আতি আইয়্যা-না

বারণ রাখে, (৪১) নিশ্চয়ই জান্নাত হল তার ঠিকানা। (৪২) তারা (অবিশ্বাসীরা) তোমাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, তা কখন

مُرْسَاهَا ﴿٤٢﴾ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرَاهَا ﴿٤٣﴾ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَاهَا ﴿٤٤﴾ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ

মুর্সা-হা-। ৪৩। ফীমা আন্তা মিন্ যিকরা-হা-। ৪৪। ইলা- রাব্বিকা মুন্তাহা-হা-। ৪৫। ইন্নামা~আন্তা মুন্যিরু

সংঘটিত হবে? (৪৩) এ আলোচনায় আপনার (প্রয়োজন) কি? (৪৪) আপনার রবের কাছেই তার (কিয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞানের) শেষ সীমা, (৪৫) আপনি তো শুধু তাদেরই

ع ২ ২০ ৪ রুকূ

مَن يَخْشَاهَا ﴿٤٥﴾ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴿٤٦﴾

মাইঁ ইয়াখ্শা-হা-। ৪৬। কাআন্নাহুম ইয়াওমা ইয়ারাওনাহা- লাম ইয়ালবাছূ~ইল্লা- 'আশিইয়্যাতান্ আও দুহা-হা-।

সতর্ককারী যারা ভয় রাখে। (৪৬) যেদিন তারা তা দেখতে পাবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা পৃথিবীতে মাত্র এক বিকেল অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।

সূরা 'আবাছা
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৪২
রুকূ ঃ ১

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ۝١ أَنْ جَآءَهُ الْأَعْمٰى ۝٢ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓ ۝٣

১। 'আবাসা ওয়া তাওয়াল্লা~ ২। আন্ জ্বা—আহুল আ'মা-। ৩। ওয়ামা- ইউদ্‌রীকা লা'আল্লাহু ইয়ায্‌যাক্কা~
(১) তিনি (রাসূল) মুখ মলিন করলেন এবং মুখ ফিরিয়ে নিলেন; (২) কারণ তাঁর নিকট এসেছে এক অন্ধ লোক, (৩) তুমি কিভাবে জানবে, হয়তো সে নিজেকে সংশোধন করে নিত।

أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۝٤ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۝٥ فَأَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۝٦ وَمَا

৪। আও ইয়ায্‌যাক্কারু ফাতান্‌ফা'আহুয্ যিক্‌রা-। ৫। আম্মা- মানিস্ তাগ্‌না-। ৬। ফাআন্‌তা লাহূ তাস্বাদ্দা-। ৭। ওয়ামা-
(৪) অথবা সে উপদেশ শোনত, আর সে উপদেশ দ্বারা উপকৃত হত। (৫) তবে যে লোক নির্ভয়, (৬) তুমি তার প্রতিই মনোযোগী, (৭) অথচ সে

عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكّٰى ۝٧ وَأَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى ۝٨ وَهُوَ يَخْشٰى ۝٩ فَأَنْتَ عَنْهُ

'আলাইকা আল্লা- ইয়ায্‌যাক্কা-। ৮। ওয়া আম্মা- মান্ জ্বা—আকা ইয়াস্'আ-। ৯। ওয়া হুওয়া ইয়াখ্‌শা-। ১০। ফাআন্‌তা 'আন্‌হু
আত্মশোধন না হলে তোমার উপর কোন অভিযোগ নেই। (৮) আর যে তোমার কাছে ছুটে আসে, (৯) এমনাবস্থায় যে, সে আল্লাহকে ভয় করে, (১০) তুমি তার উপর

تَلَهّٰى ۝١٠ كَلَّآ إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۝١١ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝١٢ فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ۝١٣ مَّرْفُوْعَةٍ

তালাহ্‌হা-। ১১। কাল্লা ~ইন্নাহা- তায্‌কিরাহ্। ১২। ফামান্ শা—আ যাকারাহ্। ১৩। ফী স্বুহুফিম্ মুকার্‌রামাতিম ১৪। মারফূ'আতিম
বিমুখ হচ্ছ। (১১) না, এটা কখনও নয়, নিশ্চয়ই এ তো উপদেশবাণী। (১২) অতঃপর যে চাইবে, সে তা মনে রাখবে। (১৩) এ বাণী রয়েছে সম্মানিত কিতাবে, (১৪) যা অতি

مُّطَهَّرَةٍ ۝١٤ بِأَيْدِيْ سَفَرَةٍ ۝١٥ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ۝١٦ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَآ أَكْفَرَهٗ ۝١٧ مِنْ أَيِّ

মুত্বাহ্‌হারাহ্‌তিম্। ১৫। বিআইদী সাফারাতিন ১৬। কিরা-মিম্ বারারাহ্। ১৭। কুতিলাল্ ইন্‌সা-নু মা~আক্‌ফারাহ্। ১৮। মিন আইয়্যি
মর্যাদাসম্পন্ন ও পবিত্র। (১৫) যা দূতদের (ফেরেশতাদের) হাতে, (১৬) যারা সম্মানিত ও নেককার। (১৭) মানুষ ধ্বংস হোক সে কতইনা অস্বীকারকারী। (১৮) কোন জিনিস

شَيْءٍ خَلَقَهٗ ۝١٨ مِنْ نُّطْفَةٍ ۚ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ۝١٩ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ۝٢٠ ثُمَّ أَمَاتَهٗ

শাইয়িন্ খালাক্বাহ্। ১৯। মিন্ নুত্বফাতিন্ ; খালাক্বাহূ ফাক্বাদ্দারাহ্। ২০। ছুম্মাস্ সাবীলা ইয়াস্‌সারাহ ২১। ছুম্মা আমা-তাহূ
থেকে তাকে সৃষ্টি করেছেন? (১৯) শুক্র থেকে তাকে সৃষ্টি করেন অতঃপর তার সবকিছু নির্ধারণ করেন, (২০) অতঃপর তার জন্য চলার পথ সহজ করেন, (২১) অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং সমাহিত

فَأَقْبَرَهٗ ۝٢١ ثُمَّ إِذَا شَآءَ أَنْشَرَهٗ ۝٢٢ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ أَمَرَهٗ ۝٢٣ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ

ফাআক্ববারাহ্। ২২। ছুম্মা ইযা- শা—আ আন্‌শারাহ্। ২৩। কাল্লা- লাম্মা- ইয়াক্বদ্বি মা~ আমারাহ্। ২৪। ফাল্‌ইয়ান্‌জুরিল্ ইন্‌সা-নু
করেন। (২২) তৎপর যখন তাঁর ইচ্ছা তখন জীবিত করবেন। (২৩) না কখনই ঠিক নয়, সে এখন পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশাবলি পুরোপুরি পালন করেনি। (২৪) মানুষ তার

إِلٰى طَعَامِهٖٓ ۝٢٤ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَآءَ صَبًّا ۝٢٥ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۝٢٦ فَأَنْبَتْنَا فِيْهَا

ইলা- ত্বা'আ-মিহী~২৫। আন্না- স্বাবাব্‌নাল্ মা—আ স্বাব্বা-। ২৬। ছুম্মা শাক্বাক্বনাল্ আর্‌দ্বা শাক্বক্বা-। ২৭। ফাআম্বাত্‌না- ফীহা-
খাদ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুক, (২৫) আমিইতো অবিরাম পানি বর্ষণ করি, (২৬) আমিইতো ভূমিকে ভালোভাবে বিদীর্ণ করেছি, (২৭) আর তাতে

حَبًّا ﴿٢٨﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٩﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٣٠﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣١﴾ وَفَاكِهَةً

হ্বব্বাওঁ। ২৮। ওয়া 'ইনা-বাওঁ ওয়া ক্বদ্বা-। ২৯। ওয়া যাইতূনাওঁ ওয়া নাখ্লা-। ৩০। ওয়া হ্বাদা—ইক্বা গুল্বা-। ৩১। ওয়া ফা-কিহাতাওঁ

উৎপন্ন করেছি শস্য, (২৮) আঙ্গুর ও শাক সবজী, (২৯) যয়তুন ও খেজুর। (৩০) এবং ঘন বাগান, (৩১) আর ফল ফলাদি

وَأَبًّا ﴿٣٢﴾ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ﴿٣٣﴾ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ

ওয়া আব্বা-। ৩২। মাতা'আল্লাকুম ওয়া লিআন্'আ-মিকুম। ৩৩। ফাইযা- জ্বা—আতিস্ সা—খ্খাহ। ৩৪। ইয়াওমা ইয়াফিররুল্ মারউ মিন্

ও উদ্ভিদ (ঘাস)। (৩২) এগুলো তোমাদের ও তোমাদের পালিত পশুর ভোগের জন্য। (৩৩) যখন ভয়ংকর আওয়াজ এসে পড়বে। (৩৪) সেদিন প্রতিটি মানুষ পালিয়ে যাবে,

أَخِيهِ ﴿٣٥﴾ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ﴿٣٦﴾ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿٣٧﴾ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ

আখীহ্। ৩৫। ওয়া উম্মিহী ওয়া আবীহ। ৩৬। ওয়া স্বা-হ্বিবাতিহী ওয়া বানীহ্। ৩৭। লিকুল্লিম্রিইম্ মিন্হুম ইয়াওমাইযিন্

তার ভাইয়ের কাছ থেকে, (৩৫) তার মাতা-পিতার কাছ থেকে (৩৬) এবং তার স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে। (৩৭) সেদিন তাদের প্রত্যেকের অবস্থাটা

✪ টীকা (আঃ ২৪) ঃ এতে তার সত্যোপলব্ধি, ঈমান এবং আনুগত্যের পথ সুগম হবে। সুতরাং মানুষকে স্বীয় খাদ্য সম্পর্কীয় ব্যাপারে এভাবেই চিন্তা করা উচিত। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৩৫) ঃ মোটমুটিভাবে বুঝা যায়, এই বধিরতা আনয়নকারী হাঙ্গামা প্রথমবার সিঙ্গায় ফুৎকার প্রদানকালীন ঘটনা। কারণ এই ফুৎকারই ভয়াবহ অবস্থা আনয়ন করবে এবং এর ফলেই সৃষ্ট জগৎ ধ্বংস হবে। আর হাশরের মাঠের যে অবস্থা এখানে বর্ণিত হয়েছে, তা হল দ্বিতীয় ফুৎকারের পরবর্তী ঘটনা। কাফেরদের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করে এগুলোকেও বধিরতা আনয়নকারী হাঙ্গামা বলা যায়। কেননা, বিচার মাঠের ভয়াবহতা এবং আযাবের ভয়ে দ্বিতীয় ফুৎকারও কাফেরদের কানে মৃত্যু ঘন্টার ন্যায় বাজবে। (বঃ কোঃ)

شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴿٣٨﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿٣٩﴾ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿٤٠﴾ وَوُجُوهٌ

শা'নুই ইউগ্নীহ্। ৩৮। উজূহুই ইয়াওমাইযিম্ মুস্ফিরাতুন্ ৩৯। দ্বা-হ্বিকাতুম্ মুস্তাব্শিরাহ্। ৪০। ওয়া উজূহুই

এরূপ হবে, যা তাকে তাদের থেকে অন্য মনস্ক করবে, (৩৮) সেদিন অনেকের মুখমণ্ডল হবে উজ্জ্বল, (৩৯) সে হাসিতে আনন্দে ভরপুর। (৪০) আবার সেদিন

يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿٤١﴾ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿٤٢﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ۝

ইয়াওমাইযিন্ 'আলাইহা- গাবারাহ্। ৪১। তার্হাকুহা- ক্বাতারাহ্। ৪২। উলা—ইকা হুমুল্ কাফারাতুল ফাজ্বারাহ্।

অনেক মুখমণ্ডল হবে ধূসর বর্ণের (কালো), (৪১) অন্ধকার তাদেরকে আচ্ছাদিত করবে, (৪২) ওরাই হল, কাফির ও পাপাচার।

সূরা তাকবীর
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ২৯
রুকূ ঃ ১

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝٢ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣

১। ইযাশ্ শাম্‌সু কুওয়্যিরাত্। ২। ওয়া ইযান্ নুজুমুন্ কাদারাত্। ৩। ওয়া ইযাল্ জ্বিবা-লু সুইয়্যিরাত্।
(১) সূর্যকে যখন গুটিয়ে নেয়া হবে, (২) তারাগুলো যখন নীচে ঝরে পড়বে, (৩) পাহাড়গুলো যখন (বাতাসে) চালানো হবে,

وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۝٥ وَاِذَا الْبِحَارُ

৪। ওয়া ইযাল্ 'ইশা-রু 'উত্ত্বিলাত্। ৫। ওয়া ইযাল্ উহ্‌শু হুশিরাত্। ৬। ওয়া ইযাল্ বিহা-রু
(৪) যখন পূর্ণ গর্ভবতী উষ্ট্রী (অনাদরে) ছেড়ে দেয়া হবে, (৫) বন্য জানোয়ারগুলোকে যখন একত্রিত করা হবে, (৬) আর যখন সমুদ্র

سُجِّرَتْ ۝٦ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۝٧ وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۝٨ بِاَيِّ

সুজ্জিরাত্। ৭। ওয়া ইযান্ নুফূসু যুওয়্যিজ্বাত্। ৮। ওয়া ইযাল মাওউদাতু সুইলাত্। ৯। বিআইয়্যি
উথলে ওঠবে, (৭) আর যখন আত্মাসমূহকে ফুল করা হবে, (৮) আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যা শিশুকে জিজ্ঞাসা করা হবে, (৯) কি অপরাধে

ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۝٩ وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠ وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝١١ وَاِذَا

যাম্‌বিন্ কুতিলাত্। ১০। ওয়া ইযাস্ব স্বুহুফু নুশিরাত্। ১১। ওয়া ইযাস্ সামা—উ কুশিত্বাত্। ১২। ওয়া ইযাল্
তাকে মারা হয়েছিল? (১০) আর যখন আমলনামা প্রকাশ করা হবে, (১০) আর যখন আকাশের পর্দা সরিয়ে দেয়া হবে, (১২) যখন

الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۝١٢ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝١٣ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ۝١٤

জ্বাহীমু সুয়্যিরাত্। ১৩। ওয়া ইযাল্ জান্নাতু উয্‌লিফাত্। ১৪। 'আলিমাত্ নাফ্‌সুম্ মা~আহ্‌দ্বারাত্।
জাহান্নামের অগ্নি উসকিয়ে দেয়া হবে, (১৩) যখন জান্নাত কাছে আনা হবে, (১৪) তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে, সে কি নিয়ে হাজির হয়েছে।

فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝١٥ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝١٦ وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ۝١٧ وَالصُّبْحِ

১৫। ফালা ~উক্বসিমু বিল্‌খুন্নাসিল্ ১৬। জ্বাওয়া-রিল্ কুন্নাস্। ১৭। ওয়াল্লাইলি ইযা-'আস্'আসা। ১৮। ওয়াস্ব স্বুব্‌হি
(১৫) আমি অবশ্যই শপথ করছি তারকাসমূহের, (১৬) যা চলতে চলতে অদৃশ্য হয়। (১৭) আর শপথ রজনীর, যখন তা শেষ হয়ে যায়।। (১৮) আর প্রভাতের শপথ,

اِذَا تَنَفَّسَ ۝١٨ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝١٩ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِى الْعَرْشِ

ইযা- তানাফ্‌ফাসা। ১৯। ইন্নাহূ লাক্বাওলু রাসূলিন্ কারীম। ২০। যী কুওয়্যাতিন্ 'ইন্দা যিল্ 'আর্‌শি
যখন তা প্রকাশ হয়, (১৯) নিশ্চয়ই কুরআন সম্মানিত বার্তাবাহকের নিয়ে আসা বাণী। (২০) যে শক্তি সম্পন্ন, আরশের মালিকের কাছে

مَكِيْنٍ ۝٢٠ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ۝٢١ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ۝٢٢ وَلَقَدْ رَاٰهُ

মাকীন। ২১। মুত্বা-'ইন্ ছাম্মা আমীন। ২২। ওয়া মা- ছা-হিবুকুম বিমাজ্‌নূন। ২৩। ওয়া লাক্বাদ্ রাআ-হু
সম্মানিত। (২১) আর যাঁর নির্দেশ পালন করা হয়, আর যে বিশ্বস্ত। (২২) তোমাদের সাথী (রাসূল) মস্তিষ্ক বিকৃত ব্যক্তি নয়, (২৩) আর নিশ্চয়ই সে তাকে

بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ۝٢٣ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۝٢٤ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ

বিল্‌উফুক্বিল্ মুবীন। ২৪। ওয়ামা- হুওয়া 'আলাল্ গাইবি বিদ্বানীন। ২৫। ওয়ামা- হুওয়া বিক্বাওলি শাইত্বা-নির্
স্পষ্ট আকাশের প্রান্তে দেখেছে, (২৪) সে (রাসূল) অদৃশ্য বিষয় বর্ণনার ব্যাপারে কৃপণ নয়। (২৫) আর এ (কুরআন) বিতাড়িত শয়তানের

رَّجِيْمٍ ۝٢٥ فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ۝٢٦ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝٢٧ لِمَنْ شَآءَ

রাজ্বীম। ২৬। ফাআইনা তায্‌হাবূন। ২৭। ইন্ হুওয়া ইল্লা- যিকরুল্ লিল্ 'আ-লামীন। ২৮। লিমান্ শা—আ
কথা নয়, (২৬) সুতরাং তোমরা কোন দিকে চলছ? (২৭) এ (কুরআন) সারা জাহানের জন্য উপদেশ বাণী। (২৮) তাদের জন্য, যারা

مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ۝٢٨ وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢٩

মিন্‌কুম আই ইয়াস্তাক্বীম। ২৯। ওয়ামা- তাশা—উনা ইল্লা~আই ইয়াশা—আল্লা-হু রাব্বুল 'আ-লামীন।
তোমাদের মধ্যে সরল (সত্য) পথে চলতে আগ্রহী। (২৯) সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত, তোমরা কিছুই চাইবে না।

সূরা ইন্‌ফিত্বা-র
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত : ১৯
রুকূ : ১

إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ (١) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (٢) وَإِذَا الْبِحَارُ

১। ইযাস্‌ সামা—উন্‌ ফাত্বারাত্‌। ২। ওয়া ইযাল্‌ কাওয়া-কিবুন্‌ তাছারাত্‌। ৩। ওয়া ইযাল্‌ বিহ্বা-রু
(১) আকাশ যখন ফেটে যাবে, (২) তারকাসমূহ যখন বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে, (৩) সমুদ্র যখন

فُجِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ (٤) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (٥)

ফুজ্জিরাত। ৪। ওয়া ইযাল্‌ ক্বুবূরু বু'ছিরাত্‌। ৫। 'আলিমাত্‌ নাফসুম্‌ মা- ক্বাদ্দামাত্‌ ওয়া আখ্‌খারাত্‌।
উথলে উঠবে, (৪) আর যখন কবরগুলো ওলট-পালট করা হবে, (৫) তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে যে, সে কি আগে পাঠিয়েছে, আর কি পিছনে রেখে এসেছে।

يٰۤأَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ (٦) الَّذِيْ خَلَقَكَ فَسَوّٰىكَ

৬। ইয়া~আইয়্যুহাল্‌ ইন্‌সা-নু মা- গার্‌রাকা বিরাব্বিকাল কারীম। ৭। আল্লাযী খালাক্বাকা ফাসাওয়্যা-কা
(৬) হে মানুষ! কিসে তোমাকে প্রতারিত করল তোমার প্রতিপালকের সম্পর্কে? (৭) তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুন্দরভাবে গঠন

فَعَدَلَكَ (٧) فِيْۤ أَيِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ (٨) كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ (٩) وَ

ফা'আদালাক। ৮। ফী~আইয়্যি স্বূরাতিম্‌ মা- শা—আ রাক্কাবাক্‌। ৯। কাল্লা- বাল্‌ তুকায্‌যিবূনা বিদ্দীন। ১০। ওয়া
করেছেন, (৮) তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেছেন সেভাবে তোমাকে গঠন করেছেন, (৯) না, এভাবে কখনই ঠিক নয়; বরং তোমরাই বিচারদিবসকে অবিশ্বাস করে থাক, (১০) অবশ্যই

إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِيْنَ (١١) يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ (١٢) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ

ইন্না 'আলাইকুম লাহ্বা-ফিজীন। ১১। কিরা-মান কা-তিবীন। ১২। ইয়া'লামূনা মা- তাফ'আলূন। ১৩। ইন্নাল্‌ আব্‌রা-রা লাফী
তোমাদের জন্য রয়েছে হেফাজতকারী, (১১) সম্মানিত লেখকবৃন্দ, (১২) তারা জানে, তোমাদের সব কৃতকর্মগুলো (১৩) নিশ্চয়ই নেককারগণ

نَعِيْمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِيْ جَحِيْمٍ (١٤) يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ (١٥) وَمَا هُمْ

না'ঈম। ১৪। ওয়া ইন্নাল্‌ ফুজ্জা-রা লাফী জ্বাহ্বীম। ১৫। ইয়াস্বলাও নাহা- ইয়াওমাদ্দীন। ১৬। ওয়ামা-হুম
নেয়ামতের মধ্যে থাকবে, (১৪) আর পাপিষ্ঠরা নিশ্চয়ই জাহান্নামের মধ্যে থাকবে, (১৫) তারা তাতে প্রবেশ করবে বিচার দিবসেরই দিন, (১৬) আর সেখানে তারা

عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ (١٦) وَمَاۤ أَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ (١٧) ثُمَّ مَاۤ أَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ

'আন্‌হা- বিগা—ইবীন। ১৭। ওয়ামা~আদ্‌রা-কা মা- ইয়াওমুদ্‌দীন। ১৮। ছুম্মা মা~আদ্‌রা-কা মা~ইয়াওমুদ
কখনও অনুপস্থিত থাকবে না। (১৭) তুমি কি জান যে, সে বিচার দিবস কি? (১৮) অতঃপর তুমি কি জান সে বিচার

الدِّيْنِ (١٨) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـًٔا ؕ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ (١٩)

দীন। ১৯। ইয়াওমা লা-তাম্‌লিকু নাফ্‌সুল্‌ লিনাফ্‌সিন্‌ শাইআন ; ওয়াল্‌ আম্‌রু ইয়াওমাইযিল্‌ লিল্লা-হি।
দিবস কি? (১৯) সেদিন কোন মানুষ কোন মানুষের জন্য কিছু করার ক্ষমতা থাকবে না। সেদিন একমাত্র নির্দেশ থাকবে আল্লাহর।

সূরা মুতাফ্ফিফীন
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩৬
রুকূ ঃ ১

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝١ الَّذِيْنَ اِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝٢ وَاِذَا

১। ওয়াইলুল্ লিল্ মুত্বাফ্‌ফিফীনাল্ ২। লাযীনা ইযাক্‌তা-লূ 'আলান না-সি ইয়াস্তাওফূন। ৩। ওয়া ইযা-

(১) দুর্ভাগ্য তাদের, যারা মাপে কম দেয়, (২) যারা মানুষের কাছ থেকে যখন মেপে নেয়, তখন পুরোপুরি ভাবেই নেয়; (৩) কিন্তু যখন

كَالُوْهُمْ اَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝٣ اَلَا يَظُنُّ اُولٰٓئِكَ اَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝٤

কা-লূহুম আও ওয়াযানূহুম ইউখ্‌সিরূন। ৪। আলা- ইয়াজুন্‌নু উলা—ইকা আন্নাহুম্ মাব্‌'উছূন।

তাদেরকে মেপে দেয় বা ওজন করে দেয়, তখন কম দেয়। (৪) তারা কি মনে করে না যে, তাদেরকে পুনর্জীবিত করে উঠানো হবে।

لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝٥ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٦ كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ

৫। লিয়াওমিন্ 'আজীমিই ৬। ইয়াওমা ইয়াক্বুমুন্ না-সু লিরাব্বিল্ 'আ-লামীন। ৭। কাল্লা~ইন্না কিতা-বাল্

(৫) এক গুরুতর দিবসে, (৬) যেদিন মানুষ সারা জাহানের রবের সামনে দাঁড়াবে, (৭) না এরূপ (মনে করা) কখনই ঠিক নয়,

الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۝٧ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ۝٨ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝٩ وَيْلٌ

ফুজ্জা-রি লাফী সিজ্জীন। ৮। ওয়ামা~আদ্‌রা-কা মা- সিজ্জীন। ৯। কিতা-বুম্ মারক্বূম। ১০। ওয়াইলুই

পাপিষ্ঠদের আমলনামাতো সিজ্জীনেই রয়েছে। (৮) তোমার কি জানা আছে, সিজ্জীন কি? (৯) সেটি হচ্ছে একটি সীলমোহরকৃত আমলনামা। (১০) সেদিন

يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٠ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ اِلَّا

ইয়াওমাইযিল্ লিল্ মুকায্‌যিবীন। ১১। আল্লাযীনা ইউকায্‌যিবূনা বিয়াওমিদ্ দীন। ১২। ওয়ামা- ইউকায্‌যিবু বিহী~ইল্লা-

মিথ্যাবাদীদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। (১১) তারা বিচার দিবসকে অস্বীকার করে। (১২) প্রত্যেক সীমালংঘনকারী পাপী ব্যক্তিই শুধু

كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٣ كَلَّا

কুল্‌লু মু'তাদিন আছীম। ১৩। ইযা- তুত্‌লা- 'আলাইহি আ-য়া-তুনা- ক্বা-লা আসা-ত্বীরুল আওয়্যালীন। ১৪। কাল্লা-

তা অস্বীকার করে। (১৩) যখন আমার আয়াতসমূহ তার কাছে পাঠ করে শোনান হয়, তখন সে বলে, এসবতো প্রাচীনকালের গল্প-কাহিনী। (১৪) না এ মন্তব্য

بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝١٤ كَلَّآ اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ

বাল, রা-না 'আলা- কুলূবিহিম মা- কা-নূ ইয়াক্‌সিবূন। ১৫। কাল্লা~ইন্নাহুম 'আর্ রাব্বিহিম ইয়াওমাইযিল্

ঠিক নয়; বরং তাদের কৃতকর্মের কারণেই তাদের অন্তরে মরিচা ধরেছে। (১৫) না, নিশ্চয়ই সেদিন তারা (অবিশ্বাসীরা) তাদের প্রতিপালকের

শানে নুযূল (আঃ ১) ঃ ويل للمطففين - যে সময় রাসূলুল্লাহ (স) মদীনা শরীফ গমন করেন। সে সময়ে মদীনাবাসীগণের একটি অভ্যাস ছিল যে, তারা পরিমাণের সময় কম করে দিত। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। ফলে তারা তাদের মাপযন্ত্র (পালা) ঠিক করে নিল। (কুঃ কারীম)

বিশ্লেষণ (আঃ ৮) ঃ ما سجين - কেউ বলেন, 'সিজ্জীন' বন্দীখানার মত একটি ছোট্ট জায়গা। কেউ বলেন, এটি যমীনের সর্ব নিম্নস্তর। যেখানে কাফির, জালিম ও মুশরিকদের রূহ এবং আমলনামাসমূহ সংরক্ষিত থাকে। সেজন্য বলা হয়েছে "সীলমোহরকৃত আমলনামা"। ইমাম রাজী (র) বলেন– কারো মতে" সিজ্জীন" একটি বৃহৎ পুস্তকের নাম। পাপিষ্ঠদের কার্য্যলিপি তাতে লেখা হয়। ইবনে কাসীর (র) বলেন, অধিকাংশ বিশ্লেষকের মতে এটি সপ্তম ভূ-খন্ডের নাম। কেউ বলেন, সপ্তম ভূ-খন্ডের নীচে এক খন্ড নীল বর্ণ বিশিষ্ট প্রস্তর আছে সেটিকে সিজ্জীন বলে। কেউ বলেন, এটি জাহান্নামের একটি কূপ।

لَمَحْجُوبُونَ ﴿١٥﴾ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ ﴿١٦﴾ ثُمَّ يُقَالُ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ

লামাহ্‌জুবূন। ১৬। ছুম্মা ইন্নাহুম লাস্বা-লুল্ জ্বাহীম। ১৭। ছুম্মা ইউক্বা-লু হা-যাল্লাযী কুন্‌তুম্ বিহী

থেকে আড়ালে থাকবে। (১৬) অতঃপর তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (১৭) অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, এটাই তা, যা তোমরা

تُكَذِّبُونَ ﴿١٧﴾ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ﴿١٨﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ﴿١٩﴾

তুকাযযিবূন। ১৮। কাল্লা ~ইন্না কিতা-বাল্ আব্‌রা-রি লাফী 'ইল্লিইয়্যীন। ১৯। ওয়ামা~আদরা-কা মা- 'ইল্লিয়্যূন।

অস্বীকার করতে। (১৮) কখনই নয়, নিশ্চয়ই নেককারদের আমলনামা ইল্লীনে সুরক্ষিত, (১৯) তুমি কি জান, ইল্লীন কি?

كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ﴿٢٠﴾ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢١﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿٢٢﴾ عَلَى الْأَرَائِكِ ﴿٢٣﴾

২০। কিতা-বুম মারক্বূমুই ২১। ইয়াশ্‌হাদুহুল্ মুক্বার্‌রাবূন। ২২। ইন্নাল আব্‌রা-রা লাফী না'ঈম। ২৩। 'আলাল্ আরা—ইকি

(২০) এতো একটি সীলমোহরকৃত আমলনামা, (২১) যারা (আল্লাহর) সান্নিধ্যপ্রাপ্ত তারা তা দেখতে পায়। (২২) নিশ্চয়ই নেককারগণ থাকবে অনুগ্রহের মধ্যে, (২৩) তারা

يَنظُرُونَ ﴿٢٣﴾ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ ﴿٢٤﴾ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ ﴿٢٥﴾

ইয়ান্‌জুরূন, ২৪। তা'রিফু ফী উজূহিহিম নাদ্বরাতান্ না'ঈম। ২৫। ইউস্‌ক্বাওনা মির্ রাহীক্বিম মাখ্‌তূম।

সুসজ্জিত উঁচু আসনে বসে দেখতে থাকবে, (২৪) তুমি তাদের মুখমণ্ডলেই মুখের ঔজ্জ্বল্য বুঝতে পারবে। (২৫) তাদেরকে পান করান হবে, মোহর করা বিশুদ্ধ পানীয়,

خِتَامُهُ مِسْكٌ ۚ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴿٢٦﴾ وَمِزَاجُهُ مِن

২৬। খিতা-মুহূ মিস্‌কুন ; ওয়া ফী যা-লিকা ফালইয়াতানা-ফাসিল্ মুতানা-ফিসূন। ২৭। ওয়া মিযা-জুহূ মিন্

(২৬) সে মোহর হবে মিশকের; অতএব এতে (নেয়ামত অর্জনের জন্য আগ্রহী) প্রতিযোগী প্রতিযোগিতা করুক। (২৭) আর ওতে (শরাবে) 'তাসনীমের'

تَسْنِيمٍ ﴿٢٧﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴿٢٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ

তাস্‌নীম। ২৮। 'আইনাই ইয়াশ্‌রাবু বিহাল্ মুক্বার্‌রাবূন। ২৯। ইন্নাল্‌লাযীনা আজ্বরামূ কা-নূ মিনাল্

পানি মিশ্রণ থাকবে। (২৮) সেতো একটি নহর, সেখান থেকে আল্লাহর নিকটতম (অতি প্রিয় বান্দা)-গণ পান করবে। (২৯) নিশ্চয়ই যারা পাপিষ্ঠ

الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿٢٩﴾ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ﴿٣٠﴾ وَإِذَا انقَلَبُوا

লাযীনা আ-মানূ ইয়াদ্বহ্‌কূন। ৩০। ওয়া ইযা- মার্‌রূ বিহিম ইতাগা-মাযূন। ৩১। ওয়া ইযান্ ক্বালাবূ~

তারা মুমিনগণকে উপহাস করত। (৩০) আর যখন তারা, মুমিনগণের কাছে যেত তখন তারা পরস্পরে চোখ দিয়ে ইশারা করত। (৩১) আর যখন তারা

إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٣١﴾ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ﴿٣٢﴾

ইলা~আহ্‌লিহিমুন্ ক্বালাবূ ফাকিহীন। ৩২। ওয়া ইযা- রাআওহুম ক্বা-লূ~ইন্না- হা~উলা—ই লাদ্বা—ল্‌লূন।

তাদের নিজ পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে আসত, তখন খুশী মনে ফিরে আসত। (৩২) আর ওরা যখন মুমিনগণকে দেখত তখন বলত, এরাইতো বিভ্রান্ত।

وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ ﴿٣٣﴾ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿٣٤﴾

৩৩। ওয়ামা~উরসিলূ 'আলাইহিম হ্বা-ফিজীন। ৩৪। ফাল্‌ইয়াওমাল্ লাযীনা আ-মানূ মিনাল কুফ্‌ফা-রি ইয়াদ্বহ্‌কূন।

(৩৩) অথচ ওদেরকে তো তাদের রক্ষক হিসাবে প্রেরণ করা হয়নি। (৩৪) সুতরাং মুমিনগণ আজ কাফিরদেরকে উপহাস করবে,

عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿٣٥﴾ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٣٦﴾

৩৫। 'আলাল্ আরা—ইকি ইয়ান্‌জুরূন। ৩৬। হাল্ ছুওয়্যিবাল্ কুফ্‌ফা-রু মা- কা-নূ ইয়াফ'আলূন।

(৩৫) সু-সজ্জিত উঁচু আসনে বসে তাদের করুণ অবস্থা দেখতে থাকবে। (৩৬) কাফিরেরা তাদের কৃতকর্ম অনুযায়ী প্রতিফল পেয়েছে তো?

সূরা ইনশিক্বা-ক্ব মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ২৫ রুকূ ঃ ১

(১) إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (২) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (৩) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ

১। ইযাস্ সামা—উন্ শাক্বক্বাত, ২। ওয়া আযিনাত্ লিরাব্বিহা- ওয়া হুক্বক্বাত ৩। ওয়া ইযাল্ আরদ্বু মুদ্দাত্।

(১) আকাশ যখন ফেটে যাবে, (২) এবং তার রবের নির্দেশ সে পালন করবে এবং এটাই তার যথার্থ কাজ, (৩) পৃথিবীকে যখন প্রসারিত করা হবে,

(৪) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (৫) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (৬) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ

৪। ওয়া আল্ক্বাত্ মা- ফীহা- ওয়া তাখাল্লাত, ৫। ওয়া আযিনাত্ লিরাব্বিহা- ওয়া হুক্বক্বাত্। ৬। ইয়া~আইয়্যুহাল ইন্সা-নু

(৪) এবং সে তার ভেতরে যা আছে তা উগরিয়ে দিবে এবং খালি হয়ে পড়বে। (৫) এবং তার রবের নির্দেশ সে পালন করবে, আর এটাই তার যথার্থ কাজ। (৬) হে মানুষ!

إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (৭) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ (৮) فَسَوْفَ

ইন্নাকা কা-দিহুন ইলা- রাব্বিকা কাদ্হান ফামুলা-ক্বীহ্। ৭। ফাআম্মা- মান্ উতিয়া কিতা-বাহূ বিয়ামীনিহ্। ৮। ফাসাওফা

নিশ্চয়ই তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে পৌঁছানো পর্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করছ, অতঃপর তার সাক্ষাৎ পাবে। (৭) যাকে তার আমলনামা ডান হাতে দেয়া হবে, (৮) তার

يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا (৯) وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا (১০) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ

ইউহ্বা-সাবু হিসা-বাঁই ইয়াসীরা- ৯। ওয়া ইয়ানক্বালিবু ইলা~আহ্লিহী মাসরূরা-। ১০। ওয়া আম্মা- মান্ উতিয়া

হিসাব নিকাশ অতি সহজে নেয়া হবে, (৯) এবং সে খুশী মনে তার আপনজনদের নিকট চলে যাবে। (১০) যাকে তার আমলনামা

كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ (১১) فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا (১২) وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا (১৩) إِنَّهُ كَانَ فِي

কিতা-বাহূ ওয়ারা—আ জাহ্রিহী। ১১। ফাসাওফা ইয়াদ্'উ ছুবূরাওঁ ১২। ওয়া ইয়াস্বলা- সা'ঈরা-। ১৩। ইন্নাহূ কা-না ফী~

তার পিঠের পিছন থেকে দেয়া হবে, (১১) তখন সে শীঘ্র মৃত্যু ডাকবে। (১২) এবং প্রজ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে, (১৩) সে তো তার আপনজনদের

أَهْلِهِ مَسْرُورًا (১৪) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ (১৫) بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا (১৬) فَلَا — মুআনাকা ঃ ১৩

আহ্লিহী মাস্রূরা-। ১৪। ইন্নাহূ জান্না আল্ লাঁই ইয়াহূরা। ১৫। বালা~ইন্না রাব্বাহূ কা-না বিহী বাস্বীরা-। ১৬। ফালা~

মধ্যে আনন্দেই ছিল। (১৪) সে ধারণা করেছিল যে, তারা কখনও আল্লাহ্র কাছে ফিরে যাবে না। (১৫) হ্যাঁ অবশ্যই তার রবের কাছে ফিরে যাবে, নিশ্চয়ই তার রব তাকে ভালোভাবেই দেখছিলেন। (১৬) আমি শপথ করছি,

أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (১৭) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (১৮) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ (১৯) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا

উক্বসিমু বিশ্শাফাক্বি। ১৭। ওয়াল্লাইলি ওয়ামা- ওয়াসাক্ব ১৮। ওয়াল্ক্বামারি ইযাত্ তাসাক্ব। ১৯। লাতারকাবুন্না ত্বাবাক্বান্

পশ্চিম দিকের সন্ধ্যা লালিমার। (১৭) এবং রাতের এবং সে যা একত্রিত করে সে সব বস্তুর, (১৮) আর শপথ চন্দ্রের, যখন সে পূর্ণ হয়, (১৯) নিশ্চয়ই তোমরা এক স্তর হতে

সিজদাহ্

عَنْ طَبَقٍ (২০) فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (২১) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ — সিজদাহ ঃ ১৩

'আন্ ত্বাবাক্ব। ২০। ফামা- লাহুম লা-ইউ'মিনূন। ২১। ওয়া ইযা- কুরিআ 'আলাইহিমুল্ কুরআ-নু লা- ইয়াস্জুদূন।

অন্য স্তরে আরোহণ করবে। (২০) সুতরাং তাদের কি হল যে, তারা ঈমান আনছে না? (২১) যখন তাদের সামনে কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তারা সিজদা করে না।

(২২) بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ (২৩) وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ (২৪) فَبَشِّرْهُمْ

২২। বালিল লাযীনা কাফারূ ইউকায্যিবূন। ২৩। ওয়াল্লা-হু আ'লামু বিমা- ইউ'উন। ২৪। ফাবাশ্শির্হুম্

(২২) বরং কাফিরেরা (কুরআনকে) অস্বীকার করে। (২৩) তারা অন্তরে যা ধারণ করছে আল্লাহ তা ভালোভাবেই জানেন। (২৪) সুতরাং তাদেরকে কষ্টদায়ক

بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (২৫) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ — রুকূ ৯ ২৫ ১

বি'আযা-বিন আলীম-। ২৫। ইল্লাল্ লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুছ্ স্বা-লিহা-তি লাহুম আজ্রুন্ গাইরু মামনূন।

শাস্তির সুসংবাদ দিন। (২৫) কিন্তু যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে তারা ব্যতীত। তাদের জন্য রয়েছে এমন পুরস্কার, যা কখনো শেষ হবার নয়।

সূরা বুরূজ মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ২২ রুকূ ঃ ১

١ وَالسَّمَاۤءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝٢ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝٣ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۝٤ قُتِلَ

১। ওয়াস্ সামা—ই যা-তিল বুরূজি, ২। ওয়াল ইয়াওমিল মাও'উদি, ৩। ওয়া শা-হিদিওঁ ওয়া মাশ্হূদ্। ৪। কুতিলা
(১) শপথ, বুরূজ সমন্বিত আকাশের; (২) আর শপথ, ওয়াদাকৃত দিবসের; (৩) আর শপথ সাক্ষীর এবং যার সাক্ষ্য দেয়া হবে তার। (৪) ধ্বংস হয়েছে

اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝٥ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝٦ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۝٧ وَّهُمْ

আস্হা-বুল উখ্দূদ্। ৫। আন্ না-রি যা-তিল ওয়াকূদ্, ৬। ইয্হুম 'আলাইহা- কু'উদুওঁ ৭। ওয়া হুম
কুণ্ডের মালিকগণ। (৫) যে (কুণ্ডের) অগ্নি ছিল, ইন্ধন জ্বালানি উপকরণ যুক্ত, (৬) যখন তারা তার (কুণ্ডের) পাশে বসেছিল, (৭) এবং

عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝٨ وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ

'আলা- মা- ইয়াফ্'আলূনা বিল্ মু'মিনীনা শুহূদ্। ৮। ওয়া মা-নাকামূ মিন্হুম ইল্লা~আঁই ইউ'মিনূ বিল্লা-হিল
মুমিনগণের উপর যা (নির্যাতন) করা হচ্ছিল তারা তা দেখছিল। (৮) ওরা তাদেরকে শাস্তি দিয়েছিল শুধু এজন্য যে, তারা ঈমান এনেছিল আল্লাহর প্রতি।

الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝٩ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

'আযীযিল্ হামীদ। ৯। আল্লাযী লাহূ মুল্কুস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল আরদ্বি ; ওয়াল্লা-হু 'আলা- কুল্লি শাইয়িন্
যিনি মহা প্রতাপশালী ও প্রশংসার যোগ্য। (৯) তিনি এমন মহান যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর কর্তৃত্ব একমাত্র তাঁরই এবং আল্লাহ সব কিছুর

شَهِيْدٌ ۝١٠ اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ

শাহীদ্। ১০। ইন্নাল্লাযীনা ফাতানুল্ মু'মিনীনা ওয়াল্ মু'মিনা-তি ছুম্মা লাম ইয়াতূবূ ফালাহুম
দর্শনকারী। (১০) যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে (নির্যাতন করে) কষ্ট দিয়েছে। অতঃপর তওবা করেনি, তাদের জন্য রয়েছে

عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝١١ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا

'আযা-বু জ্বাহান্নামা ওয়া লাহুম 'আযা-বুল্ হ্বারীক্ব। ১১। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব
জাহান্নামের শাস্তি। এবং অগ্নির জ্বলন্ত শাস্তি। (১১) নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে,

الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ؕ۬ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝

স্বা-লিহ্বা-তি লাহুম জ্বান্না-তুন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্বতিহাল্ আন্হা-রু ; যা-লিকাল্ ফাওযুল্ কাবীর।
তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, (আর) এটাই বিরাট সফলতা।

١٢ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۝١٣ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ۝١٤ وَهُوَ الْغَفُوْرُ

১২। ইন্না বাত্বশা রাব্বিকা লাশাদীদ। ১৩। ইন্নাহূ হুওয়া ইউব্দিউ ওয়া ইউ'ঈদ। ১৪। ওয়া হুওয়াল্ গাফূরুল্
(১২) নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালকের পাকড়াও খুবই কঠিন। (১৩) নিশ্চয়ই তিনি (আল্লাহ) প্রথম সৃষ্টি করেন এবং পুনর্জীবিত করেন, (১৪) তিনি ক্ষমাশীল,

الْوَدُوْدُ ۝١٥ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ۝١٦ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝١٧ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ

ওয়াদূদু (১৫) যুল 'আরশিল মাজীদ। ১৬। ফা'আ্যা-লুল্ লিমা- ইউরীদ্। ১৭। হাল আতা-কা হ্বাদীছুল
প্রেমময়, (১৫) আরশের মালিক, অতি মর্যাদাবান। (১৬) তিনি যা চান তা-ই করেন। (১৭) তোমার কাছে সে সৈন্যবাহিনীর বিবরণ

الْجُنُوْدِ ۝١٨ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ۝١٩ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ۝٢٠ وَّاللّٰهُ

জুনূদ্। ১৮। ফির'আওনা ওয়া ছামূদ্। ১৯। বালিল্ লাযীনা কাফারূ ফী তাক্যীবিওঁ ২০। ওয়াল্লা-হু
এসে পৌঁছেছে কি? (১৮) ফিরআউন ও সামূদের? (১৯) এরপরেও কাফিরেরা মিথ্যারোপ করতে (নিমগ্ন) রয়েছে। (২০) আর আল্লাহ

مِنْ وَّرَآئِهِمْ مُّحِيْطٌ ۝٢١ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۝٢٢ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝

মিওঁ ওয়ারা—ইহিম মুহ্বীত্ব। ২১। বাল হুওয়া কুরআ-নুম মাজীদ। ২২। ফী লাওহ্বিম মাহ্ফূজ।
তাদের পেছন হতে ঘিরে রয়েছেন। (২১) বরং এ হচ্ছে মর্যাদাবান কুরআন, (২২) যা সুরক্ষিত ফলকের মধ্যে রয়েছে।

সূরা ত্বা-রেক মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ১৭ রুকূ ঃ ১

١ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ٢ وَمَا أَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ٣ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ٤ إِنْ كُلُّ

১। ওয়াস্ সামা—ই ওয়াত্ত্বা-রিক্ব, ২। ওয়া মা ~আদরা-কা মাত্ব ত্বা-রিকু ৩। আন্ নাজ্‌মুছ ছা-ক্বিব্। ৪। ইন্ কুল্লু

(১) শপথ আকাশের এবং রাতে যে আগমন করে তার? (২) তুমি কি জান রাতে আগমনকারী জিনিসটা কি? (৩) সেটি উজ্জ্বল তারকা। (৪) প্রতিটি মানুষের

نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ٥ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ٦ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ

নাফ্‌সিল্ লাম্মা-'আলাইহা- হা-ফিজ। ৫। ফালইয়ানযুরিল্ ইন্‌সা-নু মিম্মা খুলিক্ব। ৬। খুলিক্বা মিম মা—ইন্

সাথেই রক্ষক (ফেরেশতা) রয়েছে। (৫) সুতরাং মানুষ ভেবে দেখুক কোন বস্তু দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (৬) তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে সবেগে নির্গত

دَافِقٍ ٧ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ٨ إِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ

দা-ফিক্বিই ৭। ইয়াখ্‌রুজু মিম্ বাইনিস্ব স্বুল্‌বি ওয়াত্ তারা—ইব। ৮। ইন্নাহূ 'আলা- রাজ্'ইহী লাক্বা-দির।

পানি (বীর্য) হতে। (৭) যা বেরিয়ে আসে মেরুদণ্ড ও রক্ষঃস্থিত অস্থিসমূহের মধ্য হতে। (৮) তিনি মানুষকে প্রত্যাবর্তন করাতে পূর্ণ ক্ষমতাবান।

٩ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ١٠ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ ١١ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ

৯। ইয়াওমা তুব্‌লাস্ সারা—ইর, ১০। ফামা- লাহূ মিন্ কুওয়্যাতিওঁ ওয়ালা- না-স্বির। ১১। ওয়াস্ সামা—ই যা-তির্ রাজ্'ই,

(৯) যেদিন প্রকাশিত হবে তাদের গোপন বিষয়, (১০) সেদিন তার কোন শক্তি থাকবে না এবং সাহায্যকারীও থাকবে না। (১১) শপথ বৃষ্টিযুক্ত আকাশের।

١٢ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ١٣ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ١٤ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ١٥ إِنَّهُمْ

১২। ওয়াল্ আরদ্বি যা-তিস্ব স্বাদ্'ই, ১৩। ইন্নাহূ লাক্বাওলুন্ ফাস্বলুওঁ ১৪। ওয়ামা- হুওয়া বিল্ হায্‌লি। ১৫। ইন্নাহুম

(১২) শপথ বিদীর্ণ হওয়া ভূখণ্ডের (১৩) নিশ্চয়ই এ কুরআন হচ্ছে হক ও বাতিলের মধ্যে ফয়সালা বাণী। (১৪) এবং এটি কৌতুক নয়, (১৫) তারাতো

يَكِيدُونَ كَيْدًا ١٦ وَأَكِيدُ كَيْدًا ١٧ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا

ইয়াকীদূনা কাইদাওঁ ১৬। ওয়া আকীদু কাইদা-। ১৭। ফামাহ্‌হিলিল্ কা-ফিরীনা আম্‌হিল্‌হুম রুওয়াইদা-।

প্রতারণা করছে, (১৬) আমিও মহা কৌশল (অবলম্বন) করি। (১৭) সুতরাং কাফিরদেরকে সুযোগ দিন কিছু কালের জন্য।

✪ শানে নুযূল (আঃ ১) ঃ একরাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা আবু তালেব তাঁর গৃহে সাক্ষাতের জন্য আগমন করেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাঁর আহারের জন্য রুটি ও দুধের ব্যবস্থা করেন। তাঁরা উভয়ই খেতে ছিলেন। এমতাবস্থায় একটি উত্তাপিত পৃথিবীর এত নিকট প্রকাশিত হল যে, তার জ্যোতিতে সমস্ত গৃহ আলোকিত হয়ে গেল এবং তার আলোতে আবু তালিবের চোখের জ্যোতি ক্ষীণ হয়ে গেল। তিনি ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, এটা কি? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যে সময় শয়তানেরা আকাশের গুপ্তখবর অনুসন্ধানের জন্য উপড়ে উঠে, তখন ফিরিশতাগণ উক্ত উল্কা নিক্ষেপ করে তাদেরকে বিতাড়িত করেন। এটা আল্লাহ তায়ালার মহান নিদর্শনাবলীর একটি নিদর্শন। (তাঃ কাদেরী)

✪ টীকা (আঃ ১৭) ঃ অর্থাৎ, কাফেররা সত্যকে দাবায়ে রাখার জন্য নানাবিধ তদবীর করছে, আমিও তাদের চেষ্টা বিফল করে দেয়ার জন্য তদবীর করব; সুতরাং তাদের বিরোধিতার দরুন আপনি ঘাবড়াবেন না, তাদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা আমি যথাসময়ে করব। ✪ টীকা (আঃ ৭) ঃ অর্থাৎ, যতটুকু আমার ইচ্ছা হবে, ততটুকু আপনার মন হতে মুছে ফেলব, একে 'নাস্‌খ' বলা হয়। (বঃ কোঃ) ✪ টীকা (আঃ ৮) ঃ অতএব, কোন কিছুর উপকারিতা ও অপকারিতা তাঁর অজ্ঞাত নয়, যা আপনার মনে রাখা উপকারী, তা মনে রাখবেন এবং যা উপকারী নয় তা ভুলায়ে দিবেন। ✪ টীকা (আঃ ৮) ঃ অর্থাৎ, এই শরীঅত বুঝাও সহজ হবে; এর বিধানসমূহ মানিয়া চলাও সহজ হবে এবং সকল বাধা দূর করে এর প্রচারও আপনার জন্য সহজ করে দিব। (বঃ কোঃ)

সূরা আ'লা
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১৯
রুকূ ঃ ১

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ۝١ الَّذِيْ خَلَقَ فَسَوّٰى ۝٢ وَالَّذِيْ قَدَّرَ فَهَدٰى ۝٣

১। সাব্বিহিস্‌মা রাব্বিকাল আ'লা- ২। আল্লাযী খালাক্বা ফাসাওয়্যা- । ৩। ওয়াল্লাযী ক্বাদ্দারা ফাহাদা- ।
(১) তুমি তোমার মহামহিম রবের নামের তাসবীহ বর্ণনা কর। (২) যিনি সৃষ্টি করেন ও অঙ্গসৌষ্ঠব বিশিষ্ট করেন। (৩) যিনি সব কিছু নির্ধারণ করেন এবং পথ দেখান,

وَالَّذِيْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ۝٤ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ۝٥ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ۝٦

৪। ওয়াল্লাযী~আখ্‌রাজ্বাল্ মার'আ- । ৫। ফাজ্ব'আলাহূ গুছা—আন্ আহ্বওয়া- । ৬। সানুক্বরিউকা ফালা- তান্‌সা~ ।
(৪) আর যিনি ঘাস উৎপন্ন করেন। (৫) এবং পরে তা কালো আবর্জনায় পরিণত করেন। (৬) সত্বর আমি তোমাকে পাঠ করাব, ফলে তুমি ভুলবে না।

اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ۝٧ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ۝٨ فَذَكِّرْ

৭। ইল্লা- মা- শা-'আল্লা-হু ; ইন্নাহূ ইয়া'লামুল জ্বাহ্‌রা ওয়ামা- ইয়াখ্‌ফা- । ৮। ওয়া নুইয়াস্‌সিরুকা লিল ইউস্‌রা- । ৯। ফাযাক্কির
(৭) কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ভিন্ন; তিনি জানেন প্রকাশ্য বিষয় এবং যা গোপন আছে সে বিষয়েও। (৮) আমি তোমাকে এমন সহজ পথ প্রদর্শন করব, যাতে তোমার চলতে সহজ হয়। (৯) অতঃপর তুমি উপদেশ দিতে থাক,

اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ۝١٠ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ۝١١ وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ۝١٢ الَّذِيْ

ইন্ নাফা'আতিয্ যিক্‌রা- । ১০। সাইয়ায্‌যাক্কারু মাইঁ ইয়াখ্‌শা- । ১১। ওয়া ইয়াতাজ্বান্নাবুহুল্ আশ্‌ক্বাল্ ১২। লাযী
যদি সে উপদেশ ফলদায়ক হয়। (১০) যে আল্লাহকে ভয় করে সেতো উপদেশ গ্রহণ করবে। (১১) আর যে তা এড়িয়ে চলবে, সে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যবান। (১২) সে

يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ۝١٣ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ۝١٤ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝١٥

ইয়াস্বলান্ না-রাল্ কুব্‌রা- । ১৩। ছুম্মা লা- ইয়ামূতু ফীহা- ওয়ালা- ইয়াহ্‌ইয়া- । ১৪। ক্বাদ্ আফ্‌লাহা মান্ তাযাক্কা- ।
ভীষণ আগুনের মধ্যে প্রবেশ করে। (১৩) অতঃপর তার সেখানে মৃত্যুও হবে না এবং বেঁচেও থাকবে না। (১৪) সে-ই তো কামিয়াব হবে, যে আত্মশুদ্ধি করে।

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝١٦ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝١٧ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ

১৫। ওয়া যাকারাস্‌মা রাব্বিহী ফাস্বাল্লা- । ১৬। বাল্ তু'ছিরূনাল্ হ্বায়া-তাদ্ দুন্‌ইয়া- । ১৭। ওয়াল্ আ-খিরাতু খাইরুওঁ
(১৫) এবং তাঁর রবের নামের যিকির করে আর নামাজ আদায় করে। (১৬) কিন্তু তোমরা প্রাধান্য দাও পার্থিব জীবনকে। (১৭) অথচ পরকাল হচ্ছে অতি উত্তম

وَّاَبْقٰى ۝١٨ اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝١٩ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۝

ওয়া আব্‌ক্বা- । ১৮। ইন্না হা-যা- লাফিস্ব স্বুহুফিল্ উলা- । ১৯। ছুহুফি ইব্‌রা-হীমা ওয়া মূসা- ।
এবং চিরস্থায়ী। (১৮) একথা অবশ্যই লিখিত রয়েছে পূর্বের কিতাবগুলোতে। (১৯) এবং ইব্রাহীম ও মূসার কিতাবেও।

সূরা গা-শিয়াহ
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ২৬
রুকূ ঃ ১

١ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ٢ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ٣ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ

১। হাল্ আতা-কা হ্বাদীছুল্ গা-শিয়াহ্। ২। উজুহুই ইয়াওমাইযিন্ খা-শি'আহ্। ৩। 'আ-মিলাতুন্ না-স্বিবাহ্।
(১) তোমার কাছে আচ্ছন্নকারী কিয়ামত এর খবর এসেছে কি? (২) সেদিন অনেকের মুখ নীচু হবে, (৩) পরিশ্রমে অতিশয় ক্লান্ত,

٤ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ٥ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ٦ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ

৪। তাস্বলা- না-রান্ হ্বা-মিয়াহ্। ৫। তুস্ক্বা-মিন্ 'আইনিন্ আ-নিয়াহ্। ৬। লাইসা লাহুম ত্বা'আ-মুন ইল্লা- মিন্ দ্বারী'ইল্
(৪) তারা প্রবেশ করবে উত্তপ্ত আগুনে। (৫) তাদের পান করান হবে তাপযুক্ত পানির ঝরণা থেকে। (৬) তাদের জন্য কাটা ওয়ালা ঝাড় ছাড়া আর কোন খাদ্য থাকবে না।

٧ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ٨ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ٩ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ

৭। লা- ইউস্‌মিনু ওয়ালা- ইউগ্‌নী মিন্ জূ'ইন্। ৮। উজুহুই ইয়াওমাইযিন্ না-'ইমাতুল্ ৯। লিসা'ইহা- রা-দ্বিয়াহ্।
(৭) যা পুষ্টি সাধন করে না এবং ক্ষুধাও মিটায়না। (৮) সেদিন অনেকের চেহারা হবে আনন্দে উদ্বেলিত। (৯) তারা তাদের চেষ্টার জন্য খুশী থাকবে।

١٠ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ١١ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ١٢ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ١٣ فِيْهَا سُرُرٌ

১০। ফী জ্বান্নাতিন্ 'আ-লিয়াহ্ ১১। লা- তাস্‌মা'উ ফীহা- লা-গিয়াহ্। ১২। ফীহা- 'আইনুন্ জ্বা-রিয়াহ্। ১৩। ফীহা- সুরুরুম্
(১০) তারা থাকবে উঁচু জান্নাতে। (১১) সেখানে তারা কোন নিরর্থক কথা শোনবে না। (১২) সেখানে থাকবে প্রবাহিত নহরসমহ. (১৩) সেখানে থাকবে স-সজ্জিত

مَّرْفُوْعَةٌ ١٤ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ١٥ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ١٦ وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ

মারফূ'আহ্। ১৪। ওয়া আক্বওয়া-বুম্ মাওদ্বূ'আহ্। ১৫। ওয়া নামা-রিক্বু মাস্বফূফাহ্। ১৬। ওয়া যারা-বিয়্যু মাব্‌ছূছাহ্।
বহু আসন (১৪) সুরক্ষিত পান পাত্র। (১৫) সারি সারি সাজানো বালিশ, (১৬) আর থাকবে বিছানো গালিচা,

١٧ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ١٨ وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ

১৭। আফালা- ইয়ান্‌জুরূনা ইলাল্ ইবিলি কাইফা খুলিক্বাত। ১৮। ওয়া ইলাস্ সামা—ই কাইফা রুফি'আত্।
(১৭) তারা কি উটের প্রতি লক্ষ্য করে না? কিভাবে সেটি সৃষ্টি করা হয়েছে? (১৮) এবং আকাশের দিকে, কিভাবে তাকে উঁচু করা হয়েছে?

١٩ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ٢٠ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ٢١ فَذَكِّرْ

১৯। ওয়া ইলাল্ জ্বিবা-লি কাইফা নুস্বিবাত্। ২০। ওয়া ইলাল্ আর্‌দ্বি কাইফা সুত্বিহাত্। ২১। ফাযাক্কির ;
(১৯) এবং পাহাড়গুলোর দিকে, কিভাবে তাকে স্থাপন করা হয়েছে? (২০) আর ভূ-পৃষ্ঠের দিকে, কিভাবে তাকে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে। (২১) অতএব আপনি উপদেশ

٢٢ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ٢٣ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ٢٤ اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ٢٥ فَيُعَذِّبُهُ

ইন্নামা~ আন্‌তা মুযাক্কির। ২২। লাস্‌তা 'আলাইহিম বিমুস্বাইত্বির। ২৩। ইল্লা- মান্ তাওয়াল্লা- ওয়া কাফারা। ২৪। ফাইউ'আযযিবুহুল
দিতে থাকুন, আপনি তো একজন উপদেশকারী মাত্র, (২২) আপনি নন তাদের দায়িত্বপ্রাপ্ত, (২৩) কিন্তু যে প্রত্যাখ্যান করে এবং কুফরী করে, (২৪) আল্লাহ তাকে

اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ٢٦ اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ٢٧ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ

লা-হুল 'আযা-বাল্ আক্‌বার। ২৫। ইন্না ইলাইনা~ইয়া-বাহুম। ২৬। ছুম্মা ইন্না 'আলাইনা- হিসা-বাহুম।
দিবেন কঠোর শাস্তি। (২৫) নিশ্চয়ই আমার কাছেই তাদের ফিরে আসতে হবে, (২৬) অতঃপর তাদের হিসাব-নিকাশ নেয়া আমারই দায়িত্ব।

সূরা ফাজ্‌র
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩০
রুকূ ঃ ১

وَالْفَجْرِ ﴿١﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿٢﴾ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿٣﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴿٤﴾

১। ওয়াল্‌ফাজ্‌রি। ২। ওয়া লায়া-লিন্ 'আশ্‌রিওঁ ৩। ওয়াশ্‌শাফ'ই ওয়াল্ ওয়াত্‌রি। ৪। ওয়াল্লাইলি ইযা- ইয়াস্‌রি।
(১) শপথ ফজরের, (২) শপথ দশ রাতের, (৩) এবং জোড় ও বেজোড়ের; (৪) শপথ রাতের, যখন তা চলে যায়।

هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرٍ ﴿٥﴾ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿٦﴾ إِرَمَ

৫। হাল্ ফী যা-লিকা ক্বাসামুল্ লিযী হিজ্‌রি। ৬। আলাম তারা কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা বি'আ-দ্। ৭। ইরামা
(৫) এসবের মধ্যে কি বিবেকবানের জন্য যথেষ্ট শপথ নয়? (৬) তোমার কি জানা নেই যে, তোমার প্রতিপালক কিরূপ করেছেন, 'আদ' সম্প্রদায়ের সাথে, (৭) যারা ছিল

ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿٧﴾ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿٨﴾ وَثَمُودَ الَّذِينَ

যা-তিল্ 'ইমা-দিল্ ৮। লাতী লাম ইউখ্‌লাক্ব মিছ্‌লুহা- ফিল বিলা-দ্। ৯। ওয়া ছামূদাল্ লাযীনা
স্তম্ভধারী ইরাম বংশের (৮) (পৃথিবীর) অন্য আর কোন দেশে যার তুল্য সৃষ্টি হয়নি। (৯) এবং সামুদ (সম্প্রদায়)-এর প্রতি? যারা উপত্যকায়

جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿٩﴾ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ﴿١٠﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي

জা-বুস্ব স্বাখ্‌রা বিল্ ওয়া-দ্। ১০। ওয়া ফির্'আওনা যিল্ আওতা-দিল্ ১১। লাযীনা ত্বাগাও ফিল্
গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে পাথর কর্তন করেছিল। (১০) আর ফেরাউনের সাথে? যে ছিল বহু পেরেকের মালিক। (১১) যারা দেশে নাফরমানী

الْبِلَادِ ﴿١١﴾ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ﴿١٢﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴿١٣﴾ إِنَّ

বিলা-দ্। ১২। ফাআক্‌ছারূ ফীহাল্ ফাসা-দ্। ১৩। ফাস্বাব্বা 'আলাইহিম রাব্বুকা সাওত্বা 'আযা-ব্। ১৪। ইন্না
করেছিল; (১২) আর বৃদ্ধি করেছিল উপদ্রব (বিশৃংখলা)। (১৩) তাদের উপর তোমার প্রতিপালক শাস্তির চাবুক হানলেন। (১৪) নিশ্চয়ই

رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ﴿١٥﴾

রাব্বাকা লাবিল্ মিরস্বা-দ্। ১৫। ফাআম্মাল্ ইন্‌সা-নু ইযা- মাব্ তালা-হু রাব্বুহূ ফাআক্‌রামাহূ ওয়া না'আ্যামাহূ,
তোমার রব প্রতীক্ষাস্থলে রয়েছেন। (১৫) কিন্তু এ মানুষ যখন তার রব তাকে পরীক্ষার জন্য তাকে সম্মান এবং নেয়ামত দান করেন, তখন সে বলে,

فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ﴿١٦﴾ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ﴿١٧﴾ فَيَقُولُ

ফাইয়াকূলু রাব্বী~আক্‌রামান্। ১৬। ওয়া আম্মা~ইযা- মাবতালা-হু ফাক্বাদারা 'আলাইহি রিযক্বাহূ ফাইয়াকূলু
আমার প্রতিপালক আমাকে সম্মান দান করেছেন। (১৬) আর যখন তাকে পরীক্ষা করার জন্য, তার রিযিক কমিয়ে দেন, তখন সে বলে, আমার প্রতিপালক

رَبِّي أَهَانَنِ ﴿١٨﴾ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ ﴿١٩﴾ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ

রাব্বী~আহা-নান। ১৭। কাল্লা- বাল লা- তুক্‌রিমূনাল ইয়াতীম। ১৮। ওয়া লা-তাহ্বা—দ্বূনা 'আলা- ত্বা'আ-মিল্
আমাকে লাঞ্ছিত করেছেন। (১৭) কিন্তু না কখনই নয়, বরং তোমরা ইয়াতীমদেরকে মর্যাদা দাও না। (১৮) এবং মিসকীনকে খাদ্য দানে

الْمِسْكِينِ ﴿٢٠﴾ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا ﴿٢١﴾ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿٢٢﴾

মিস্‌কীন্। ১৯। ওয়া তা'কুলূনাত্ তুরা-ছা আক্‌লাল্ লাম্মা- ২০। ওয়া তুহ্বিব্বূনাল্ মা-লা হুব্বান্ জ্বাম্মা-।
উৎসাহিত কর না। (১৯) আর তোমরা ভক্ষণ করছ ওয়ারিসীনদের সম্পদ সম্পূর্ণভাবে। (২০) আর তোমরা (পার্থিব) সম্পদকে অধিক ভালোবাস।

كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ﴿٢١﴾ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿٢٢﴾

২১। কাল্লা~ইযা- দুক্কাতিল্ আর্দ্বু দাক্কান্ দাক্কা-। ২২। ওয়া জ্বা—আ রাব্বুকা ওয়াল মালাকু স্বাফ্ফান স্বাফ্ফা-।
(২১) না, ঠিক নয়, যখন পৃথিবীকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয়া হবে, (২২) আর যখন আপনার রব আসবেন, এবং সারি বেঁধে ফেরেশতাগণও আসবে,

وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ ﴿٢٣﴾

২৩। ওয়া জ্বী—আ ইয়াওমাইযিম্ বিজ্বাহান্নামা ইয়াওমাইযিইঁ ইয়াতাযাক্কারুল্ ইন্সা-নু ওয়া আন্না-লাহুয্ যিক্‌রা-।
(২৩) সেদিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে এবং সেদিন মানুষ তার ভুলের কথা স্মরণ করবে। কিন্তু এ স্মরণ তার কি কাজে আসবে?

يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ﴿٢٤﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهُۥٓ أَحَدٌ ﴿٢٥﴾

২৪। ইয়াকূলু ইয়া-লাইতানী ক্বাদ্দামতু লিহ্বায়া-তী। ২৫। ফাইয়াওমাইযিল্ লা- ইউ'আয্যিবু 'আযা-বাহূ~আহ্বাদ্।
(২৪) সে বলবে, হায় আমার জন্য আফসোস! যদি আমি আমার এ জীবনের জন্য আগে কিছু পাঠাতাম। (২৫) সেদিনের শাস্তির অনুরূপ শাস্তি অন্য আর কেউ দিতে পারবে না।

وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُۥٓ أَحَدٌ ﴿٢٦﴾ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِي

২৬। ওয়ালা- ইউছিক্ব ওয়া ছা-ক্বাহূ~আহ্বাদ্। ২৭। ইয়া~আইয়্যাতুহান্ নাফ্সুল্ মুত্বমাইন্নাতুর্ ২৮। জ্বি'ঈ~
(২৬) আর তাঁর শক্ত বাঁধনের অনুরূপ বাঁধনও, অন্য আর কেউ বাঁধতে পারবে না। (২৭) হে প্রশান্তআত্মা! (২৮) তুমি তোমার রবের দিকে ফিরে এস,

إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿٣٠﴾

ইলা- রাব্বিকি রা-দ্বিয়াতাম্ মার্দ্বিইয়্যাহ্। ২৯। ফাদ্‌খুলী ফী 'ইবা-দী। ৩০। ওয়াদ্‌খুলী জ্বান্নাতী।
এ অবস্থায় যে, তুমি খুশী, আর (তিনিও) তোমার উপর সন্তুষ্ট। (২৯) তুমি আমার বান্দাদের দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। (৩০) এবং আমারই জান্নাতে প্রবেশ কর।

✪ বিশ্লেষণ (আঃ ২) ঃ وليال عشر -এর অর্থ অধিকাংশ তাফসীরকার মতে, যিলহজ্জের প্রথম দশদিন। যার ফজীলত হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, "যিলহজ্জের দশদিনের নেক আমল, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দনীয়। এমনকি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার চেয়েও। কিন্তু সে জিহাদ ব্যতীত যাতে মুসলমান শহীদ হন। ✪ বিশ্লেষণ (আঃ ৩) ঃ والشفع - জোড় ও বেজোড়ের অর্থ প্রকাশের ব্যাপারে তফসীরকারদের মধ্যে বহু মত রয়েছে। যেমন– কারো মতে, জোড় দ্বারা হযরত আদম (আ) ও হযরত হাওয়া (আ) এবং বেজোড় দ্বারা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। স্রষ্টা, আল্লাহ। জোড়- আছর, জোহর এশা ও ফজরের নামাজ এবং বিজোড় মাগরিব নামাজ। জোড় আট বেহেশত এবং বেজোড় সপ্ত দোজখ। জোড় মানুষের বৈশিষ্ট্য যেমন– জ্ঞান, অজ্ঞান, ক্ষমতা-অক্ষমতা, জীবন-মরণ। বেজোড়- আল্লাহর গুণাবলী। যথা– সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী, পূর্ণক্ষমতাবান ইত্যাদি। (তাঃ কাঃ)

সূরা বালাদ
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ২০
রুকূ ঃ ১

لَآ أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝١ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝٢ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۝٣

১। লা~উক্বসিমু বিহা-যাল্ বালাদ্। ২। ওয়া আন্‌তা হ্বিল্লুম্ বিহা-যাল্ বালাদ। ৩। ওয়া ওয়া-লিদিওঁ ওয়ামা- ওয়ালাদ্।
(১) আমি শপথ করছি এ শহরের, (২) তুমি এ শহরে অবতরণ করেছ (অধিবাসী হয়েছ), (৩) আর শপথ জনকের এবং সে যা জন্ম দিয়েছে তার।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۝٤ أَيَحْسَبُ أَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ ۝٥

৪। লাক্বাদ্ খালাক্বনাল্ ইন্‌সা-না ফী কাবাদ। ৫। ইয়াহ্‌সাবু আল্ লাইঁ ইয়াক্বদিরা 'আলাইহি আহ্বাদ।
(৪) নিশ্চয়ই মানুষকে আমি সৃষ্টি করেছি দুঃখ-কষ্টের মধ্যে। (৫) সেকি এ ধারণা করে যে, তার উপর আর কেউ ক্ষমতাবান হবে না?

يَقُوْلُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۝٦ أَيَحْسَبُ أَنْ لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ ۝٧ أَلَمْ نَجْعَلْ

৬। ইয়াক্বূলু আহ্‌লাক্‌তু মা-লাল লুবাদা-। ৭। আ ইয়াহ্‌সাবু আল্ লাম্ ইয়ারাহূ~আহ্বাদ। ৮। আলাম নাজ্‌'আল
(৬) সে বলে, "আমি বহু ধন সম্পদ অপচয় করেছি।" (৭) সে কি ধারণা রাখে যে, তাকে কেউ দেখেনি? (৮) আমি কি তার জন্য দুটো চোখ প্রদান

لَهٗ عَيْنَيْنِ ۝٨ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۝٩ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۝١٠ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝١١

লাহূ 'আইনাইনি। ৯। ওয়া লিসা-নাওঁ ওয়া শাফাতাইন। ১০। ওয়া হাদাইনা-হুন্ নাজ্‌দাঈন। ১১। ফালাক্বতাহ্বামাল 'আক্বাবাতা।
করেনি? (৯) এবং প্রদান কি করেনি জিহ্বা ও দুটো ঠোঁট? (১০) আর আমি কি তাকে দুটো পথ (ভালো-মন্দ) প্রদান করেনি? (১১) কিন্তু সে কষ্ট সাধ্য পথটি অবলম্বন করেনি?

وَمَا أَدْرٰكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝١٢ فَكُّ رَقَبَةٍ ۝١٣ أَوْ إِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ۝١٤

১২। ওয়ামা ~আদ্‌রা-কা মাল্ 'আক্বাবাহ্। ১৩। ফাক্কু রাক্বাবাতিন। ১৪। আও ইত্ব'আ-মুন ফী ইয়াওমিন্ যী মাস্‌গাবাতিন,
(১২) তুমি কি জান, কষ্টসাধ্য পথটি কি? (১৩) তা হচ্ছে গোলাম আজাদ করা। (১৪) অথবা অভাবের সময় খাবার দান করা,

يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝١٥ أَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝١٦ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا

১৫। ইয়াতীমান যা-মাক্বরাবাতিন্। ১৬। আও মিস্‌কীনান যা-মাতরাবাহ। ১৭। ছুম্মা কা-না মিনাল্লাযীনা আ-মানূ
(১৫) ইয়াতীম আত্মীয়কে, (১৬) বা অসহায় (সর্বহারা) দরিদ্রকে, (১৭) অতঃপর সে ব্যক্তি তাদের (দলে) অন্তর্ভুক্ত হয়, যারা ঈমান এনেছে

وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝١٧ أُولٰٓئِكَ أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ

ওয়া তাওয়া-স্বাও বিস্‌স্বাবরি ওয়া তাওয়া-স্বাও বিল্‌মার্‌হ্বামাহ্। ১৮। উলা—ইকা আস্বহ্বা-বুল মাইমানাহ।
ও একে অপরকে উপদেশ দেয় ধৈর্য ধারণের এবং (উপদেশ দেয়) পরস্পর দয়ার ব্যাপারে। (১৮) এরাই হচ্ছে ডান দিকের (ভাগ্যবান) দল।

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۝١٩ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ۝٢٠

১৯। ওয়াল্লাযীনা কাফারূ বিআ-য়া-তিনা- হুম আস্বহ্বা-বুল্ মাশ্‌আমাহ্। ২০। 'আলাইহিম না-রুম্ মু'স্বাদাহ্।
(১৯) আর যারা অবিশ্বাস করে আমার আয়াতসমূহ, তারা হচ্ছে হতভাগা দল। (২০) তাদের উপর আগুন তাদের চারদিক পরিবেষ্টিত হয়ে থাকবে।

সূরা শামছ
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১৫
রুকূ ঃ ১

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝١ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝٢ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۝٣

১। ওয়াশ্ শাম্‌সি ওয়া দুহা-হা-। ২। ওয়াল্ ক্বামারি ইযা- তালা-হা-। ৩। ওয়ান্নাহা-রি ইযা- জাল্লা-হা-।
(১) শপথ সূর্যের এবং তার রশ্মির, (২) শপথ চাঁদের যখন তা (সূর্যের) পিছনে আসে, (৩) শপথ দিনের যখন সে তাকে (সূর্যকে) প্রকাশ করে,

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۝٤ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝٥ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝٦

৪। ওয়াল্ লাইলি ইযা- ইয়াগ্‌শা-হা-। ৫। ওয়াস্ সামা—ই ওয়ামা- বানা-হা-। ৬। ওয়াল্ আর্‌দ্বি ওয়ামা- ত্বাহা-হা-।
(৪) শপথ রাতের যখন সে তাকে (সূর্যকে) আচ্ছন্ন করে, (৫) শপথ আকাশের এবং তার নির্মাতার, (৬) শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তাকে বিছিয়েছেন তাঁর,

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝٧ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝٨ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝٩

৭। ওয়া নাফ্‌সিওঁ ওয়া মা- সাওয়্যা-হা-। ৮। ফাআল্‌হামাহা- ফুজূরাহা- ওয়া তাক্বওয়া-হা-। ৯। ক্বাদ্ আফ্‌লাহা মান্ যাক্কা-হা-।
(৭) শপথ মানুষের এবং যিনি তাকে অঙ্গসৌষ্ঠব বিশিষ্ট করেছেন। (৮) এবং তাকে পাপ ও পরহেজগারীর জ্ঞান দান করেছেন, (৯) যে আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে, সে সফল হয়েছে।

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝١٠ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰهَا ۝١١ اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰهَا ۝١٢

১০। ওয়া ক্বাদ্ খা-বা মান্ দাস্‌সা-হা-। ১১। কায্‌যাবাত্ ছামূদু বিত্বাগ্‌ওয়া-হা~। ১২। ইযিম্ বা'আছা আশ্‌ক্বা-হা-।
(১০) আর সে বিফল হয়েছে, যে পাপের মধ্যে নিজকে বসিয়ে দিয়েছে। (১১) সামুদ সম্প্রদায় তাদের অবাধ্যতার কারণে মিথ্যারোপ করেছিল। (১২) যখন তাদের সবচেয়ে দুর্ভাগ্য উদ্ধত হয়েছিল, (উষ্ট্রীকে মারার জন্য),

فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۝١٣ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا

১৩। ফাক্বা-লা লাহুম রাসূলুল লা-হি না-ক্বাতাল্লা-হি ওয়া সুক্বইয়া-হা-। ১৪। ফাকায্‌যাবূহু ফা'আক্বারূহা-
(১৩) তখন আল্লাহর রাসূল তাদেরকে বলল, আল্লাহর উষ্ট্রী ও তার পানি পান সম্পর্কে সাবধানতা অবলম্বন কর। (১৪) কিন্তু তারা তাকে অস্বীকার করল,

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ۝١٤ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۝١٥

ফাদামْদামা 'আলাইহিম রাব্বুহুম বিযাম্‌বিহিম ফাসাওয়্যা-হা-। ১৫। ওয়ালা-ইয়াখা-ফু 'উক্বা-হা-।
আর সেটিকে হত্যা করল। অতঃপর তাদের প্রতিপালক তাদের ধ্বংস করে দিলেন তাদের অপরাধের কারণে। (১৫) আর তাদের এ পরিণতিকে আল্লাহ ভয় করেন না।

সূরা আল লাইল
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ২১
রুকূ ঃ ১

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۝١ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۝٢ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۝٣

১। ওয়াল্লাইলি ইযা- ইয়াগ্‌শা- । ২। ওয়ান্নাহা-রি ইযা- তাজ্বাল্লা- । ৩। ওয়ামা- খালাক্বায্ যাকারা ওয়াল্ উন্‌ছা~

(১) শপথ রাতের, যখন সে পৃথিবীকে আচ্ছাদন করে, (২) শপথ দিনের, যখন সে বিকশিত হয়, (৩) আর তাঁর শপথ, যিনি পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করেছেন।

اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۝٤ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۝٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۝٦

৪। ইন্না সা'ইয়াকুম লাশাত্তা- । ৫। ফাআম্মা-মান্ আ'ত্বা- ওয়াত্তাক্বা- । ৬। ওয়া স্বাদ্দাক্বা বিল্‌হুস্‌না- ।

(৪) অবশ্যই তোমাদের চেষ্টা নানা ধরনের। (৫) অতঃপর যে দান করেছে ও পরহেজগারী অবলম্বন করেছে। (৬) আর উত্তম কথাকে সমর্থন করেছে,

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۝٧ وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۝٨ وَكَذَّبَ ۝٩

৭। ফাসানুইয়াস্‌সিরুহূ লিল্ ইউস্‌রা- । ৮। ওয়া আম্মা- মাম্ বাখিলা ওয়াস্তাগনা- । ৯। ওয়া কায্‌যাবা

(৭) আমি তার পথ সহজ করে দিব, যাতে সে সহজে সফলকাম হতে পারে। (৮) আর যে কৃপণতা করেছে এবং নিজকে অমুখাপেক্ষী মনে করেছে, (৯) আর যা উত্তম

بِالْحُسْنٰى ۝١٠ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۝١١ وَمَا يُغْنِيْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ۝١٢

বিল্‌হুস্‌না- । ১০। ফাসানুইয়াস্‌সিরুহূ লিল্'উস্‌রা- । ১১। ওয়ামা- ইউগ্‌নী 'আন্‌হু মা-লুহূ~ইযা- তারাদ্দা- ।

তা মিথ্যা জেনেছে। (১০) আমি তার জন্য সহজ করে দিব অধিকতর কঠিন পথকে। (১১) আর যখন সে পতিত হবে, তখন তার ধনসম্পদ তার কোনই উপকারে আসবে না।

اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۝١٣ وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ۝١٤ فَاَنْذَرْتُكُمْ

১২। ইন্না 'আলাইনা- লালহুদা- । ১৩। ওয়া ইন্না লানা-লাল্ আ-খিরাতা ওয়াল্ উলা- । ১৪। ফাআন্‌যার্‌তুকুম

(১২) আমার দায়িত্বতো শুধু সঠিক পথ প্রদর্শন করা। (১৩) আর আমিইতো মালিক, পরকাল এবং ইহকালের, (১৪) আমি তোমাদেরকে

نَارًا تَلَظّٰى ۝١٥ لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ۝١٦ الَّذِيْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۝١٧

না-রান্ তালাজ্জা- । ১৫। লা- ইয়াস্বলা-হা~ইল্লাল্ আশ্‌ক্বাল্ ১৬। লাযী কায্‌যাবা ওয়া তাওয়াল্লা- ।

লেলিহান অগ্নি সম্পর্কে সাবধান করে দিয়েছি। (১৫) তাতে শুধু প্রবেশ করবে সে দুর্ভাগা, (১৬) যে (আল্লাহর দ্বীনকে) অস্বীকার করে এবং প্রত্যাখ্যান করে।

وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۝١٨ الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۝١٩ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ

১৭। ওয়া সাইউজ্বান্নাবুহাল্ আতক্বা- । ১৮। আল্লাযী ইউ'তী মা-লাহূ ইয়াতাযাক্কা- । ১৯। ওয়ামা- লিআহ্বাদিন 'ইন্দাহূ

(১৭) তা থেকে দূরে রাখা হবে প্রতি পরহেজগারগণকে, (১৮) যে নিজকে পরিশুদ্ধ করার জন্য তার সম্পদ দান করে, (১৯) আর কারো প্রতি নেই যে,

مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ۝٢٠ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۝٢١ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ۝٢٢

মিন নি'মাতিন তুজ্বযা~ ২০। ইল্লাব্‌তিগা—আ ওয়াজ্বহি রাব্বিহিল্ আ'লা- । ২১। ওয়া লাসাওফা ইয়ারদ্বা- ।

যার প্রতিদান তাকে দিতে হবে। (২০) বরং শুধু মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই, (২১) আর সে তো অতিশীঘ্রই সন্তুষ্ট হবে।

সূরা দুহা
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১১
রুকূ ঃ ১

وَالضُّحٰى ﴿١﴾ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ﴿٢﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ﴿٣﴾

১। ওয়াদ্বদ্বুহা-। ২। ওয়াল্লাইলি ইযা- সাজ্বা-। ৩। মা- ওয়াদ্দা'আকা রাব্বুকা ওয়ামা- ক্বালা-।
(১) শপথ মধ্য দিবসের; (২) শপথ নীরব (নিস্তব্ধ) রাতের, (৩) আপনার প্রতিপালক আপনাকে ত্যাগ করেন নি এবং অসন্তুষ্টও হননি।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ﴿٤﴾ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ

৪। ওয়া লাল্ আ-খিরাতু খাইরুল্ লাকা মিনাল্ উলা-। ৫। ওয়া লাসাওফা ইউ'ত্বীকা রাব্বুকা
(৪) ইহকালের চেয়ে নিশ্চয়ই আপনার জন্য পরকাল ভালো। (৫) শীঘ্রই আপনার প্রতিপালক আপনাকে (এমন কিছু) দান করবেন।

✪ সূরা আদ্ দোহা-এর শানে নুযূল ঃ এ সূরাটি অবতীর্ণ হবার কারণ এই যে, যখন রাসূলুল্লাহ (স) মক্কা শরীফে ইসলামের দাওয়াত দিতে ছিলেন তখন মক্কা শরীফের লোকেরা, মদীনা শরীফের, ইয়াহুদীগণের নিকট এ বলে খবর প্রেরণ করে যে, আমাদের মধ্যে একজন লোক নবুওয়াতির দাবী করছেন। এ ব্যাপারে তোমাদের কিতাবের মধ্যে কি লেখা আছে, তা আমাদেরকে জানাও। যাতে আমরা তাকে যাচাই করতে পারি। ইয়াহুদীগণ বলে পাঠাল যে, তাঁর কাছে 'জুলকার নাইন' ও 'আসহাবে কাহাফের বিবরণ ও ইতিহাস জিজ্ঞাসা কর। এর দ্বারা তার সত্যতা প্রকাশ পাবে। মক্কার লোকেরা রাসূলুল্লাহর (স)-এর কাছে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তদুত্তরে তিনি (স) বললেন যে, "আমি আগামীকাল জবাব দিব।" কিন্তু তিনি ভুলে 'ইনশাআল্লাহ' (আল্লাহর ইচ্ছায়) বলেননি। এ কারণে দশ, পনের, অথবা চল্লিশ দিন পর্যন্ত তাঁর প্রতি কুরআন শরীফ অবতীর্ণ হয়নি। রাসূলুল্লাহ (স) তজ্জন্য দুঃখে মর্মাহত হলেন। আবু জাহল ও কাফিরগণ এতে এ বলে ঠাট্টা, উপহাস করতে লাগল। "তোমার খোদা তোমাকে পরিত্যাগ করেছেন।" এ প্রেক্ষিতে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। (তাঃ আঃ হাই সিদ্দিকী)

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ﴿٥﴾ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ﴿٦﴾ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا

ফাতারদ্বা-। ৬। আলাম ইয়াজ্বিদ্‌কা ইয়াতীমান ফাআ-ওয়া-। ৭। ওয়া ওয়াজ্বাদাকা দ্বা—ল্লান্
আর আপনি খুশী হবেন। (৬) তিনি কি আপনাকে ইয়াতীমরূপে পেয়ে আশ্রয় দেননি? (৭) তিনি আপনাকে অনবহিত পেয়ে, আপনাকে (দিন সম্পর্কে) সঠিক পথ

فَهَدٰى ﴿٧﴾ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ﴿٨﴾ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ﴿٩﴾

ফাহাদা-। ৮। ওয়া ওয়াজ্বাদাকা 'আ—ইলান্ ফাআগ্‌না-। ৯। ফাআম্মাল্ ইয়াতীমা ফালা- তাক্বহার।
প্রদর্শন করলেন (জানিয়ে দিলেন); (৮) তিনি আপনাকে দরিদ্র অবস্থায় পেয়ে, অভাবমুক্ত করলেন। (৯) অতএব, আপনি ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর হবেন না।

وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ﴿١٠﴾ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾

১০। ওয়া আম্মাস্ সা—ইলা ফালা- তান্‌হার। ১১। ওয়া আম্মা- বিনি'মাতি রাব্বিকা ফাহ্দ্দিছ্।
(১০) এবং আপনি ভিক্ষুককে ধমক দিবেন না। (১১) আপনি আপনার প্রতিপালকের অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করুন।

সূরা আলাম নাশরাহ
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৮
রুকূ ঃ ১

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝١ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۝٢ الَّذِيْٓ أَنْقَضَ

১। আলাম নাশ্‌রাহ্ লাকা স্বাদ্‌রাকা। ২। ওয়া ওয়াদ্বা'না- 'আন্‌কা ওয়িয্‌রাক্ ৩। আল্লাযী~আন্‌ক্বাদ্বা
(১) আমি কি আপনার জন্য আপনার বক্ষ প্রসারিত করিনি? (২) আপনার থেকে আপনার ভার সরিয়ে দিয়েছি। (৩) যে ভার আপনার পৃষ্ঠকে

ظَهْرَكَ ۝٣ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝٤ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥ إِنَّ مَعَ

জাহ্‌রাক। ৪। ওয়া রাফা'না- লাকা যিক্‌রাক্। ৫। ফাইন্না মা'আল 'উস্‌রি ইউস্‌রান। ৬। ইন্না মা'আল
বাঁকা করে দিয়েছিল। (৪) আর আমি আপনার স্মরণ (নাম) সমুন্নত করেছি, (৫) দুঃখের সাথেই আছে শান্তি। (৬) নিশ্চয়ই

الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝٧ وَإِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝٨

'উস্‌রি ইউস্‌রা-। ৭। ফাইযা- ফারাগ্‌তা ফান্‌স্বাব্। ৮। ওয়া ইলা- রাব্বিকা ফার্‌গাব।
দুঃখের সাথেই আছে শান্তি। (৭) যখন অবসর পাও তখন ইবাদাতে মেহনত (কষ্ট) করো। (৮) আর আপনার প্রতিপালকের দিকে মন নিবিষ্ট করুন।

সূরা তীন
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৮
রুকূ ঃ ১

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۝١ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۝٢ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِيْنِ ۝٣

১। ওয়াত্তীনি ওয়ায্‌যাইতূনি ২। ওয়া ত্বূরি সীনীনা। ৩। ওয়া হা-যাল্ বালাদিল্ আমীন।
(১) শপথ তীনের ও যয়তুনের, (২) শপথ সিনাই পাহাড়ের, (৩) আর শপথ এ নিরাপদ (মক্কা) শহরের;

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْٓ أَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۝٤ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ أَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۝٥

৪। লাক্বাদ্ খালাক্বনাল্ ইন্‌সা-না ফী~আহ্‌সানি তাক্বওয়ীম। ৫। ছুম্মা রাদাদ্‌না-হু আস্‌ফালা সা-ফিলীন।
(৪) নিশ্চয়ই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি, অতি উৎকৃষ্ট আকৃতিতে, (৫) অতঃপর তাকে আমি নীচুর থেকে নীচু করে দেই।

إِلَّا الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۝٦

৬। ইল্লাল লাযীনা আ-মানূ ওয়া'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি ফালাহুম আজ্‌রুন্ গাইরু মামনূন।
(৬) কিন্তু যারা ঈমান আনে ও নেক আমল করে, তারা ব্যতীত তাদের জন্য রয়েছে অফুরন্ত প্রতিদান,

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۝٧ أَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۝٨

৭। ফামা- ইউকায্‌যিবুকা বা'দু বিদ্দীন। ৮। আলাইসাল্লা-হু বিআহ্‌কামিল্ হা-কিমীন।
(৭) অতএব বিচার দিবস কিয়ামত সম্পর্কে অবিশ্বাস করতে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করে? (৮) আল্লাহ কি সব ফয়সালাকারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ফয়সালাকারী নন?

সূরা 'আলা-ক্ব মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ১৯ রুকূ ঃ ১

(١) اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ (٢) خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٣) اِقْرَاْ وَرَبُّكَ

১। ইক্বরা' বিস্‌মি রাব্বিকাল্ লাযী খালাক্ব। ২। খালাক্বাল্ ইন্‌সা-না মিন্ 'আলাক্ব। ৩। ইক্বরা', ওয়া রাব্বুকাল্

(১) পাঠ করুন, আপনার সে রবের নামে, যিনি আপনাকে সৃষ্টি করেছেন। (২) যিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাটবদ্ধ রক্ত হতে। (৩) পাঠ করুন আর আপনার রব

الْاَكْرَمُ (٤) الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٥) عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٦) كَلَّآ اِنَّ

আক্‌রামুল্ ৪। লাযী 'আল্লামা বিল্‌ক্বালাম। ৫। 'আল্লামাল্ ইন্‌সা-না মা-লাম্ ই'য়ালাম। ৬। কাল্লা~ইন্নাল্

হচ্ছেন অতি মহান। (৪) তিনি কলমের দ্বারা শিখায়েছেন। (৫) যিনি মানুষকে তা শিখায়েছেন, যা সে জানত না। (৬) কিন্তু না

✪ সূরা আলাকের শানে নুযূল ঃ অধিকাংশ আলেমের মতে, কুরআন মাজীদের প্রথম অবতীর্ণ আয়াত, এ সূরার প্রথম পাঁচ আয়াত। এ আয়াতসমূহ অবতীর্ণের প্রেক্ষাপট এই যে, রাসূলুল্লাহ (স) হেরা পর্বতে বসা অবস্থায়, বা দাঁড়ান অবস্থায় ছিলেন। অকস্মাৎ হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে হাজির হলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! (স) আল্লাহ তায়ালা আমাকে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন। আপনি আল্লাহর রাসূল, এ উম্মতের জন্য। অতঃপর বললেন, "ইক্‌রা'! (পড়ুন!) রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমি পড়তে জানি না। অতঃপর জিবরাঈল (আ) খুবজোরে রাসূলুল্লাহ (স)-কে আলিঙ্গন করেন, (বুকে জড়িয়ে ধরেন) এবং ছেড়ে দিলেন। তারপর বললেন, 'পড়ুন' তিনি অনুরূপ জবাব দিলেন। পুনরায় জিবরাঈল (আ) তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, اقرأ باسم ربك الذى خلق অর্থাৎ পড়ুন, আপনার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (তাঃ কাদেরী)

الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰٓى (٧) اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى (٨) اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى (٩) اَرَءَيْتَ

ইন্‌সা-না লাইয়াত্বগা~৭। আর্‌রাআ-হুস্ তাগ্‌না-। ৮। ইন্না ইলা- রাব্বিকার রুজ্‌'আ-। ৯। আরাআইতাল

বরং মানুষতো সীমা অতিক্রম করেই চলছে, (৭) কারণ সে নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করছে। (৮) আপনার রবের কাছে সবাইকেই ফিরে যেতে হবে। (৯) আপনি কি তাকে

الَّذِىْ يَنْهٰى (١٠) عَبْدًا اِذَا صَلّٰى (١١) اَرَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدٰٓى (١٢) اَوْ اَمَرَ

লাযী ইয়ানহা- ১০। 'আব্‌দান ইযা- স্বাল্লা-। ১১। আরাআইতা ইন কা-না 'আলাল্ হুদা~। ১২। আও আমারা

দেখেছেন, যে বারণ করে, (১০) এক বান্দাকে যখন সে নামাজ আদায় করে? (১১) আচ্ছা আপনি কি চিন্তা করে দেখেছেন, যদি সে সঠিক পথে থাকে। (১২) অথবা নির্দেশ দেয়

بِالتَّقْوٰى (١٣) اَرَءَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى (١٤) اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰى ۝

বিত্তাক্বওয়া-। ১৩। আরাআইতা ইন্ কায্‌যাবা ওয়া তাওয়াল্লা-। ১৪। আলাম ই'য়ালাম্ বিআন্নাল্লা-হা ইয়ারা-।

পরহেজ্‌গারীর? (১৩) আপনি কি চিন্তা করে দেখেছেন, যদি সে মিথ্যা বলে। আর সত্য প্রত্যাখ্যান করে? (১৪) সে কি জানে না যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু দেখেন?

(١٥) كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (١٦) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (١٧) فَلْيَدْعُ

১৫। কাল্লা- লাইল্ লাম ইয়ান্‌তাহি লানাস্‌ফা'আম্ বিন্না-স্বিয়াহ্। ১৬। না-ছিয়াতিন্ কা-যিবাতিন্ খা-ত্বিআহ্। ১৭। ফাল্‌ইয়াদ্'উ

(১৫) কিন্তু না, সে যদি তার অন্যায় কাজ থেকে বিরত না হয়, তবে আমি মাথার সম্মুখস্থ চুল ধরে সজোরে অবশ্যই টানব, (১৬) যা মিথ্যাবাদী ও পাপিষ্ঠের মাথার সম্মুখস্থ চুল। (১৭) তারপর সে যেন তার সাথীদেরকে

সিজদাহ

نَادِيَهٗ (١٨) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٩) كَلَّا ۗ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝

না-দিয়াহ, ১৮। সানাদ্'উয্ যাবা-নিয়াহ্ ১৯। কাল্লা; লা-তু'ত্বিহু ওয়াস্‌জুদ্ ওয়াক্ব্‌তারিব্।

ডাক, (১৮) আমি তখন ডাকব জাহান্নামের প্রহরীকে, (১৯) কখনই না, আপনি তার কথা শোনবে না এবং আপনি সিজদা করুন। আর (আল্লাহর) নৈকট্য অর্জন করুন।

সিজদাহ ০০ ১৪

রুকূ ২১ ১৯ ১

সূরা ক্বাদর
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম

পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৫
রুকূ ঃ ১

① إِنَّآ أَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ② وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ

১। ইন্না~আন্‌যাল্‌না-হু ফী লাইলাতিল্ ক্বাদ্‌রি। ২। ওয়ামা~আদ্‌রা-কা মা- লাইলাতুল্ ক্বাদ্‌রি।

(১) নিশ্চয়ই আমি কদরের সম্মানিত রাতে কুরআন অবতীর্ণ করেছি। (২) আপনি কি জানেন, কদরের রাত কি?

③ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ④ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ

৩। লাইলাতুল্ ক্বাদ্‌রি খাইরুম্ মিন্ আল্‌ফি শাহ্‌রিন। ৪। তানায্‌যালুল্ মালা—ইকাতু ওয়ার্‌রূহ

(৩) কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (৪) সে রাতে প্রতিটি কাজের (সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার) জন্য ফেরেশতা ও রূহ

فِيْهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ⑤ سَلٰمٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ

ফীহা- বিইয্‌নি রাব্বিহিম, মিন্ কুল্লি আমরিন। ৫। সালা-মুন্, হিয়া হাত্তা- মাত্বলা'ইল্ ফাজ্‌রি।

(জিবরাঈল) তাদের প্রতিপালকের আদেশে অবতীর্ণ হয়। (৫) শান্তি (আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ) সে রাতে ফজর পর্যন্ত।

সূরা ক্বদরের শানে নুযূল ঃ একবার রাসূলুল্লাহ (স) বনী ইসরাইলের একজন সাধকের কথা আলোচনা করেন। যিনি একহাজার মাস যাবত দিনের বেলা রোজা রেখে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করতেন এবং রাত জেগে আল্লাহর ইবাদাত করতেন। এ কথা শুনে সাহাবা (রা)-গণ খুব নিরাশ হয়ে পড়লেন। তারা বললেন, আমাদের বয়স পূর্বের উম্মতগণের তুলনায় খুবই কম। আমরা কিভাবে তাঁদের মত নেকআমল করে সওয়াব অর্জন করব। এ প্রেক্ষিতে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। যাতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর উম্মতগণের মর্যাদার কথা আল্লাহ ঘোষণা করেন। (আসহাবুল নযুল)

সূরা বাইয়্যিনাহ
মাদানী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৮
রুকূ ঃ ১

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ ①

১। লাম ইয়াকুনিল্ লাযীনা কাফারূ মিন্ আহ্‌লিল্ কিতা-বি ওয়াল্ মুশ্‌রিকীনা মুন্‌ফাক্কীনা
(১) কিতাবীগণের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী (কাফির) এবং মুশরিকরা, তারা তাদের পথ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে (সরে) যাবার মতো ছিলনা

حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ② رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ③ فِيْهَا

হাত্তা- তা'তিয়াহুমুল বাইয়্যিনাহ্। ২। রাসূলুম্ মিনাল্লা-হি ইয়াত্‌লূ স্বুহুফাম্ মুত্বাহ্‌হারাহ্। ৩। ফীহা-
যতক্ষণ না তাদের কাছে প্রকাশ্য প্রমাণ উপস্থিত হয়, (২) আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে একজন রাসূল যিনি পাঠ করেন পবিত্র কিতাব, (৩) যাতে

كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ④ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ

কুতুবুন ক্বাইয়্যিমাহ্। ৪। ওয়ামা- তাফাররাক্বাল্ লাযীনা উতুল কিতা-বা ইল্লা- মিম্ 'বাদি মা- জ্বা—আত্‌হুমুল্
থাকবে সঠিক বিধানাবলি (৪) যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তাদের কাছে প্রকাশ্য প্রমাণ পৌছার পরে তারা বিভক্ত

الْبَيِّنَةُ ⑤ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ

বাইয়্যিনাহ্। ৫। ওয়ামা~উমিরূ~ইল্লা- লি'য়াবুদুল্লা-হা মুখ্‌লিস্বীনা লাহুদ্‌দীনা, হুনাফা—আ
হয়ে পড়ল। (৫) তাদেরকে শুধু এ নির্দেশই দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আন্তরিকভাবে আল্লাহর ইবাদাত করে, তাঁরই আনুগত্যে একনিষ্ঠ হয়ে,

وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ⑥ اِنَّ الَّذِيْنَ

ওয়া ইউক্বীমুস্ব স্বালা-তা ওয়া ইউ'তুয্ যাকা-তা ওয়া যা-লিকা দীনুল ক্বাইয়্যিমাহ্। ৬। ইন্নাল্লাযীনা
এবং নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে। আর এটাই হচ্ছে সঠিক দ্বীন (বিধান)। (৬) কিতাবীগণের মধ্যে যারা

كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ

কাফারূ মিন্ আহ্‌লিল্ কিতা-বি ওয়াল্ মুশ্‌রিকীনা ফী না-রি জ্বাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা- ; উলা—ইকা
অবিশ্বাসী (কাফির) তারা, আর মুশরিকরা চিরদিন জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে, তারাই

هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ⑦ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ

হুম শার্‌রুল্ বারিয়্যাহ্। ৭। ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি উলা—ইকাহুম খাইরুল্
সৃষ্টির (মধ্যে) অতি নিকৃষ্ট। (৭) নিশ্চয়ই যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে, তারা সৃষ্টির (মধ্যে)

الْبَرِيَّةِ ⑧ جَزَآؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ

বারিয়্যাহ্। ৮। জ্বাযা—উহুম 'ইন্দা রাব্বিহিম জ্বান্না-তু 'আদ্‌নিন্ তাজ্বরী মিন্ তাহ্‌তিহাল্ আন্‌হা-রু
সর্বোত্তম। (৮) তাদের পুরস্কার রয়েছে, তাদের রবের নিকট স্থায়ী জান্নাত, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা

خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ؕ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۝

খা-লিদীনা ফীহা~আবাদা-; (৯) রাদ্বিয়াল্লা-হু 'আনহুম ওয়া রাদূ 'আনহু ; যা-লিকা লিমান খাশিয়া রাব্বাহূ।
সর্বদা বসবাস করবে। (৯) আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি খুশী। এটি তার জন্যই যে আল্লাহকে ভয় করে।

সূরা যিলযা-ল মাদানী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৮ রুকূ ঃ ১

۝١ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝٢ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝٣ وَقَالَ

১। ইযা- যুল্‌যিলাতিল্‌ আরদ্বু যিল্‌যা-লাহা-। ২। ওয়া আখ্‌রাজাতিল্‌ আরদ্বু আছ্‌ক্বা-লাহা-। ৩। ওয়া ক্বা-লাল্‌
(১) যখন পৃথিবী তার কম্পনে কম্পিত হতে থাকবে। (২) আর যখন পৃথিবী তার বোঝা বের করে দিবে, (৩) আর মানুষ

الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۝٤ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۝٥ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ

ইন্‌সা-নু মা-লাহা-। ৪। ইয়াওমাইযিন্‌ তুহাদ্দিছু আখ্‌বা-রাহা-। ৫। বিআন্না রাব্বাকা আওহা-
(এ ভয়ানক অবস্থা দেখে) বলবে, এর হল কী? (৪) সেদিন সে তার বিবরণ বর্ণনা করবে, (৫) কারণ, তোমার প্রতিপালক তাকে সেভাবে

لَهَا ۝٦ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۝٧ فَمَنْ

লাহা-। ৬। ইয়াওমাইযিই ইয়াস্বদুরুন্‌ না-সু আশ্‌তা-তাল্‌ লিইউরাও আ'মা-লাহুম। ৭। ফামাই
আদেশ দিবেন। (৬) সেদিন মানুষ নানা দলে বিভক্ত হয়ে ফিরে আসবে, কারণ তাদেরকে তাদের আমলসমূহ দেখান হবে। (৭) যে

يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۝٨ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۝

ই'য়ামাল মিছ্‌ক্বা-লা যার্‌রাতিন খাইরাই ইয়ারাহূ। ৮। ওয়া মাই ই'য়ামাল মিছ্‌ক্বা-লা যার্‌রাতিন শার্‌রাই ইয়ারাহূ।
অণু পরিমাণ নেক কাজ করে তা সে দেখতে পাবে। (৮) আর যে অণু পরিমাণ খারাপ কাজ করে, সেও তা দেখতে পাবে।

সূরা 'আদিয়া-ত মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ১১ রুকূ ঃ ১

۝١ وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ۝٢ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ۝٣ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ۝٤ فَأَثَرْنَ

১। ওয়াল্‌ 'আ-দিয়া-তি দ্বাব্‌হান। ২। ফাল্‌ মূরিয়া-তি ক্বাদ্‌হান। ৩। ফাল্‌ মুগীরা-তি স্বুব্‌হা-। ৪। ফাআছার্‌না
(১) শপথ সে ঘোড়াগুলোর যারা দীর্ঘশ্বাসে দ্রুত বেগে দৌড়ায়। (২) আর শপথ যারা পদাঘাতে প্রস্তরের উপর আগুনের ফুলকি ছুটায়,
(৩) আর শপথ তাদের যারা প্রভাতে হামলা চালায়। (৪) আর

بِهٖ نَقْعًا ۝٥ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝٦ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ۝٧ وَإِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ

বিহী নাক্ব'আন ৫। ফাওয়াসাত্বনা বিহী জ্বাম্‌'আ-। ৬। ইন্নাল্‌ ইনসা-না লিরাব্বিহী লাকানূদ। ৭। ওয়া ইন্নাহু 'আলা- যা-লিকা
তার সাথে তারা ধুলোবালি উড়ায়। (৫) আর তারা শত্রু বাহিনীর মাঝে প্রবেশ করে। (৬) নিশ্চয়ই মানুষ তার প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ। (৭) আর এ সম্পর্কে

لَشَهِيْدٌ ۝٨ وَإِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۝٩ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي

লাশাহীদ। ৮। ওয়া ইন্নাহু লিহুব্বিল্‌ খাইরি লাশাদীদ্‌। ৯। আফালা- ই'য়ালামু ইযা- 'বুছিরা মা-ফিল্‌
সে নিজেই সাক্ষী। (৮) আর নিশ্চয়ই সে (মানুষ) সম্পদের ভালোবাসায় বিভোর। (৯) সে কি জানে না যে, যখন কবরে যা আছে তা বের

الْقُبُوْرِ ۝١٠ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُوْرِ ۝١١ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۝

কুবূর। ১০। ওয়া হুস্বস্বিলা মা- ফিস্ব স্বুদূর, ১১। ইন্না রাব্বাহুম বিহিম ইয়াওমাইযিল্‌ লাখাবীর।
করে আনা হবে (১০) আর অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে? (১১) নিশ্চয়ই সেদিন তাদের প্রতিপালক তাদের ব্যাপারে পূর্ণ অবগত আছেন।

সূরা ক্বা-রিয়াহ
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ১১
রুকূ ঃ ১

١ اَلْقَارِعَةُ ٢ مَا الْقَارِعَةُ ٣ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ٤ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ

১। আল্ ক্বা-রি'আতু ২। মাল্ ক্বা-রি'আহ্। ৩। ওয়ামা~আদ্‌রা-কা মাল্ ক্বা-রি'আহ্। ৪। ইয়াওমা ইয়াকূনুন্ না-সু
(১) মহা প্রলয়, (২) মহা প্রলয় কি? (৩) আপনি কি জানেন মহা প্রলয় কি? (৪) সেদিন মানুষ হবে

٥ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ٦ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ٧

কাল্ ফারা-শিল মাব্‌ছূছ। ৫। ওয়া তাকূনুল্ জ্বিবা-লু কাল্ 'ইহ্‌নিল্ মান্‌ফূশ্।
ছড়িয়ে পড়া পতঙ্গের মত; (৫) আর পাহাড়গুলো হবে ধুনিত রংগিন পশমের মত,

٦ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ٧ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ٨ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ

৬। ফাআম্মা- মান্ ছাক্বুলাত্ মাওয়া-যীনুহ্। ৭। ফাহুওয়া ফী 'ঈশাতির্ রা-দ্বিয়াহ্। ৮। ওয়া আম্মা- মান্ খাফ্‌ফাত্
(৬) তখন যার (নেকের) পাল্লা ওজনে ভারী হবে। (৭) সে পাবে এক সুখী (আরামদায়ক) জীবন। (৮) আর যার (নেকের) পাল্লা ওজনে

٨ مَوَازِيْنُهٗ ٩ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ١٠ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ١١ نَارٌ حَامِيَةٌ ١٢

মাওয়া-যীনুহূ ৯। ফাউম্মুহূ হা-ওয়ীয়াহ্। ১০। ওয়ামা~আদ্‌রা-কা মা-হিয়াহ। ১১। না-রুন্ হা-মিয়াহ্।
হালকা হবে (৯) তার (অবস্থানের) জায়গা হবে হাবিয়া। (১০) আপনি কি জানেন, হাবিয়া কি? (১১) তা (হাবিয়া) হচ্ছে অতি উত্তপ্ত অগ্নি।

সূরা তাকাছুর
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৮
রুকূ ঃ ১

١ اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ٢ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ٣ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ٤ ثُمَّ

১। আল্‌হা-কুমুত তাকা-ছুরু ২। হাত্তা- যুর্‌তুমুল্ মাক্বা-বির। ৩। কাল্লা- সাওফা 'তালামূন। ৪। ছুম্মা
(১) সম্পদের অধিক আসক্তি তোমাদেরকে গাফিল রেখেছে। (২) যতক্ষণ না তোমরা কবরে যাও। (৩) না, এভাবে ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৪) আবার বলছি,

٥ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ٦ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ٧ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ٨

কাল্লা- সাওফা 'তালামূন। ৫। কাল্লা- লাও 'তালামূনা 'ইল্‌মাল ইয়াক্বীন। ৬। লাতারাউন্নাল্ জ্বাহীমা
না এভাবে ঠিক নয়, শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে। (৫) কিন্তু না, যদি তোমরা নিশ্চিত জ্ঞান জানতে। (৬) নিশ্চয়ই তোমরা জাহান্নাম দেখবে।

٧ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ٨ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ

৭। ছুম্মা লাতারাউন্নাহা- 'আইনাল্ ইয়াক্বীন। ৮। ছুম্মা লাতুস্‌আলুন্না ইয়াওমাইযিন্ 'আনিন্ না'ঈম।
(৭) আবার বলছি, তোমরা অবশ্যই তা দেখবে, প্রত্যয় দৃষ্টিতে। (৮) আর নিশ্চয়ই সেদিন তোমদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, আল্লাহর নেয়ামত সম্পর্কে।

সূরা 'আছর
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩
রুকূ ঃ ১

وَالْعَصْرِ ۝١ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝٢ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ

১। ওয়াল্ 'আস্বরি। ২। ইন্নাল্ ইন্‌সা-না লাফী খুস্‌রিন। ৩। ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া

(১) সময়ের শপথ, (২) নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, (৩) কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝٣

'আমিলুস্ব স্বা-লিহা-তি ওয়া তাওয়া-স্বাওবিল্ হাক্বক্বি ওয়া তাওয়া-স্বাও বিস্বস্বাবরি।

নেক আমল করে, আর পরস্পরে একে অপরকে ন্যায়ের (নেক কাজের) উপদেশ দেয় এবং পরস্পরে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়।

সূরা হুমাযাহ্
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৯
রুকূ ঃ ১

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۝١ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۝٢

১। ওয়াইলুল্ লিকুল্লি হুমাযাতিল্ লুমাযাহ্। ২। আল্লাযী জ্বামা'আ মা-লাওঁ ওয়া 'আদ্দাদাহূ।

(১) কঠিন বিপদ তাদের প্রত্যেকের জন্য, যে গিবতকারী ও অগোচরে দুর্নাম রটনাকারী। (২) যে অর্থ জমা করে আর বার বার তা গণনা করে,

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝٣ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۝٤

৩। ইয়াহ্‌সাবু আন্না মা-লাহূ~আখ্‌লাদাহূ। ৪। কাল্লা- লাইউমবাযান্না ফিল্ হুত্বামাতি।

(৩) আর সে মনে করে যে, তার অর্থ তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে। (৪) না, তা ঠিক নয়। নিশ্চয়ই তাকে হুতামায় নিক্ষেপ করা হবে।

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۝٥ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۝٦ الَّتِي تَطَّلِعُ

৫। ওয়ামা~আদ্‌রা-কা মাল্ হুত্বামাহ্। ৬। না-রুল্লা-হিল্ মূক্বাদাতুল্ ৭। লাতী তাত্ত্বালি'উ

(৫) আপনি কি জানেন 'হুতামা কি? (৬) তা (হুতামা) হচ্ছে, আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। (৭) যা অন্তরের উপর

عَلَى الْأَفْئِدَةِ ۝٧ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ ۝٨ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ۝٩

'আলাল্ আফ্‌ইদাহ্। ৮। ইন্নাহা- 'আলাইহিম্ মু'স্বাদাতুন ৯। ফী 'আমাদিম্ মুমাদ্দাদাহ্।

(পর্যন্ত) পৌঁছে যাবে। (৮) আর তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। (৯) দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে।

✪ সূরা আছরের শানে নুযূল ঃ কালাদাহ নামক এক মুশরিক হযরত আবু বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার কাছে আসা-যাওয়া করত। হযরত আবু বকর (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের পরে একবার কালাদা তাঁর কাছে এসে বলল, হে আবু বকর (রা)! তুমি কি নির্বোধ। তুমি পিতৃ পুরুষদের ধর্ম ছেড়ে দিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য বর্জন করে একি কাজ করছ। যাতে তোমার ধর্মও চলে যাচ্ছে এবং পার্থিবও ক্ষতি হচ্ছে। হযরত আবু বকর (রা) জবাবে বললেন, হে কালাদাহ! নির্বোধ তুমি। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স) কথা শোনে এবং নেক আমল করে, সে কখনও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না এবং সেই প্রকৃত জ্ঞানী। আর যে, প্রতিমা পূজা করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স) কথা শোনে না এবং শয়তানের অনুসরণ করে, সেই প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত এবং নির্বোধ। হযরত আবু বকরের (রা) কথার সত্যতায় আল্লাহ তায়ালা এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন। (তাঃ কাদেরী)

সূরা ফীল
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৫
রুকূ ঃ ১

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝١ اَلَمْ يَجْعَلْ

১। আলাম তারা কাইফা ফা'আলা রাব্বুকা বিআস্বহা-বিল্ ফীল। ২। আলাম ইয়াজ্‌'আল্

(১) আপনি কি দেখেননি (অবগত হননি), আপনার প্রতিপালক হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন? (২) তিনি কি তাদের

كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝٢ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝٣

কাইদাহুম ফী তাদ্‌লীল ৩। ওয়া আর্‌সালা 'আলাইহিম ত্বাইরান্ আবা-বীল।

ষড়যন্ত্র ব্যর্থ (বিফল) করে দেননি? (৩) তিনি তাদের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে আবাবীল পাখী প্রেরণ করেন,

تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝٤ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝٥

৪। তার্‌মীহিম্ বিহিজ্বা-রাতিম্ মিন্ সিজ্জীল। ৫। ফাজ্বা'আলাহুম কা'আস্বফিম্ মা'কূল।

(৪) যারা তাদের উপর নিক্ষেপ করেছিল পাথরের কুচি। (৫) তারপর তিনি তাদেরকে করলেন ভক্ষিত ঘাসের ন্যায়।

সূরা কোরাইশ
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৪
রুকূ ঃ ১

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۝١ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۝٢ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ

১। লিঈলা-ফি কুরাইশিন ২। ঈলা-ফিহিম রিহ্‌লাতাশ্ শিতা—ই ওয়াস্বস্বাঈফ। ৩। ফালই'য়াবুদূ রাব্বা

(১) কুরাইশদের আগ্রহের জন্য, (২) (অর্থাৎ) তাদের শীত গ্রীষ্মকালে (ব্যবসায়ী) সফরের আগ্রহের জন্য। (৩) তারা যেন (কাবা) ঘরের

هٰذَا الْبَيْتِ ۝٣ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۖ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝٤

হা-যাল্ বাইত্ ৪। আল্‌লাযী~আত্ব'আমাহুম্ মিন্ জু'ইওঁ ওয়া আ-মানাহুম্ মিন্ খাওফ্।

মালিকের ইবাদাত করে। (৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দান করেছেন, আর ভয় হতে নিরাপদ রেখেছেন।

○ হাতী ওয়ালাদের কাহিনী ঃ ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জন্মের আনুমানিক দুমাস পূর্বে ইয়েমেনে আবিসিনিয়ার গর্ভনর আবরাহা আশরাম মক্কায় অবস্থিত কাবাগৃহ ধ্বংস করার জন্য এক অভিযান পরিচালনা করেন। তার বাহিনীতে হাতীও ছিল। এজন্য এই কাহিনীকে আসহাবুলফীল বা হাতীওয়ালা বলা হয়েছে। আবরাহা ছিল উচ্চাভিলাষী। কাবার গৌরব ও সুখ্যাতি তার সহ্য হয়নি। তাই সে তা ধ্বংস করতে আসে। কিন্তু আরবরা বিশ্বাস করত, কাবাঘর আল্লাহর ঘর। আল্লাহ তাঁর ঘর রক্ষা করবেন। তারা নিজেরা আবরাহার বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিলেন না। আরববাসীদের বিশ্বাস সত্যে পরিণত হল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখীর মুখের কংকরাঘাতে বিশাল হস্তী বাহিনী ভক্ষিত তৃণের মত হয়ে গেল। (কুরআন পরিচিতি)

○ সূরা কুরাইশের শানে নুযূল ঃ মক্কার কুরায়শগণ বছরে দুবার ব্যবসার উদ্দেশ্যে দেশের বাইরে সফরে বের হত। সেখান হতে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য প্রচুর মালামাল নিয়ে আসত। শীতকালে ইয়ামনে সফর করত, সেটি ছিল, শীত প্রধান দেশ এবং গ্রীষ্মকালে (সিরিয়া) সফর করত সেটি ছিল গ্রীষ্ম প্রধান দেশ। তারা পবিত্র কাবাঘরের খাদিম (তত্ত্বাবয়ক) হবার কারণে গোটা আরবগণ তাদেরকে সম্মান করত। এ কারণেই তাদের ব্যবসায়ী কাফেলা বিনা বাধায় সব জায়গায় যাতায়াত করতে পারত। আল্লাহ তায়ালা এ সূরাটিতে কুরায়শগণকে বলছেন যে, এ সফল সহজ লাভবান হবার এবং সবার কাছে সম্মান পাবার একমাত্র কারণ হল তোমরা মক্কার অধিবাসী এবং কাবাঘরের খাদিম। আর তোমাদের মক্কা অধিবাসী হওয়ার এবং কাবাঘরের খেদমত করার সুযোগ আমিই করে দিয়েছি। এজন্য তোমাদের কর্তব্য হল সে কাবাঘরের মালিকের একমাত্র ইবাদাত করা। (কুঃ কারীম)

সূরা মা-'উন
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৭
রুকূ ঃ ১

أَرَءَيْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذٰلِكَ الَّذِى يَدُعُّ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾

১। আরাআইতাল্ লাযী ইউকায্‌যিবু বিদ্দীন। ২। ফাযা-লিকাল্ লাযী ইয়াদু'য়্যুল্ ইয়াতীম।
(১) আপনি কি তাকে দেখেছেন, যে বিচার দিবসকে মিথ্যা জানে? (২) সে তো সে (ব্যক্তি) যে, ইয়াতীমকে ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দেয়,

وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ ﴿٥﴾

৩। ওয়ালা- ইয়াহুদ্বদ্ধু 'আলা- ত্বা'আ-মিল্ মিস্‌কীন। ৪। ফাওয়াইলুল্ লিল্ মুস্বাল্লীন। ৫। আল্লাযীনা হুম
(৩) আর মিসকীনকে আহার দিতে (মানুষকে) উৎসাহিত করে না। (৪) কঠিন দুর্ভাগ্য সে সব নামাজীদের জন্য। (৫) যারা তাদের নামাজের

عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

'আন স্বালা-তিহিমি সা-হূন। ৬। আল্লাযীনা হুম ইউরা-উনা ৭। ওয়া ইয়ামনা'উনাল্ মা-'উন।
ব্যাপারে অমনোযোগী, (৬) আর যারা লোক দেখানোর জন্য (নেক) কাজ করে, (৭) আর যারা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিতে বিরত থাকে।

সূরা কাওছার
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৩
রুকূ ঃ ১

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾

১। ইন্না~'আত্বাইনা- কাল্‌কাওছার। ২। ফাস্বাল্লি লিরাব্বিকা ওয়ান্‌হার।
(১) নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাওসার দান করেছি। (২) সুতরাং তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামাজ পড় এবং কুরবানী কর।

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

৩। ইন্না শা-নিআকা হুওয়াল আব্‌তার।
(৩) নিশ্চয়ই তোমার প্রতি ঈর্ষা পোষণকারীরাই হবে নিঃসন্তান।

শানে নুযূল (আঃ ২) ঃ এক রেওয়াতে আছে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে আবু জেহেল সম্পর্কে। তার কাছে এক ইয়াতীম বালকের কিছু সম্পদ ছিল। সে বিবস্ত্র হয়ে তা চাইতে আসলে সে তাকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়। কারো মতে আবু সুফিয়ান (মুসলমান হওয়ার পূর্বে) সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। এক ইয়াতীম তাঁর কাছে গোশত চাইলে তিনি তাকে লাঠি দ্বারা আঘাত করেন। কারো মতে, ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা কিংবা আস ইবনে ওয়াইল আস্ সাহমী সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। (আবুসসাউদ)

শানে নুযূল (আঃ ৪) ঃ فويل للمصلين - এ আয়াত মুনাফিকদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে। মুসলমানগণের সামনে তাদের দেখানোর জন্য মুনাফিকেরা নামাজ পড়ত। কিন্তু অন্য সময়ে মুসলমানগণের অনুপস্থিতিতে নামাজ পড়ত না। আর প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তোমাদেরকে (দেয়ার সামর্থ্য থাকতেও) দিতনা। (লুবাব)

টীকা (আঃ ৫) ঃ যেহেতু মুনাফেকদের উদ্দেশ্য দুর্নাম হতে বেঁচে থাকা। অতএব, তারা লোক দেখান কার্যই করে থাকে। লোকে দেখে না বলে তারা যাকাত মোটেই দেয় না। নামায লোকে দেখে, কাজেই তারা লোক দেখান নামায পড়ে। (বঃ কোঃ)

সূরা কাওছারের শানে নুযূল ঃ যখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর পুত্র কাসেম ইন্তেকাল করেন, তখন কতিপয় কাফের, রাসূলুল্লাহ (স)-কে নির্বংশ (নিঃসন্তান) বলে উপহাস করতে থাকে। তখন রাসূলুল্লাহ (স)-কে সান্ত্বনা দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন।

সূরা কা-ফিরূন মক্কী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৬ রুকূ ঃ ১

١ قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ٢ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ٣ وَلَآ اَنْتُمْ

১। কুল্ ইয়া~আইয়্যুহাল কা-ফিরূন। ২। লা~'আবুদু মা- 'তাবুদূন। ৩। ওয়ালা~আন্‌তুম
(১) আপনি বলুন, হে কাফিরগণ! (২) তোমরা যার ইবাদাত করছ, আমি তার ইবাদাত করি না। (৩) আর তোমরাও তাঁর ইবাদাতকারী নও।

عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ٤ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ٥ وَلَآ

'আ-বিদূনা মা~'আবুদ্। ৪। ওয়ালা~আনা 'আ-বিদুম্ মা-'আবাত্‌তুম, ৫। ওয়ালা~
আমি যাঁর ইবাদাত করছি। (৪) এবং আমি ও তার ইবাদাতকারী নই। যার ইবাদাত তোমরা করছ। (৫) আর তোমরাও

اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ٦ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ع

আন্‌তুম 'আ-বিদূনা মা~'আবুদ। ৬। লাকুম দীনুকুম ওয়া লিয়া দীন।
তাঁর ইবাদাতকারী নও। যাঁর ইবাদাত আমি করছি। (৬) তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (প্রতিফল) আর আমার জন্য আমার দ্বীন।

সূরা নাছর মাদানী	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি	আয়াত ঃ ৩ রুকূ ঃ ১

১ ওয়াক্বফুন নবী (সাঃ) ১ (৩) রুকূ ৩৫

١ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ٢ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ

১। ইযা- জ্বা—আ নাস্বরুল্লা-হি ওয়াল্ ফাতহু। ২। ওয়া রাঅইতান্ না-সা ইয়াদ্‌খুলূনা ফী দীনিল্লা-হি
(১) এখন আল্লাহর সাহায্য এবং বিজয় আসবে, (২) আর লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে

اَفْوَاجًا ٣ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ع

আফ্‌ওয়া-জ্বা-। ৩। ফাসাব্বিহ্‌ বিহাম্‌দি রাব্বিকা ওয়াস্‌তাগ্‌ফির্‌হু ; ইন্নাহূ কা-না তাওয়্যা-বা-।
দেখবেন, (৩) তখন আপনার প্রতিপালকের প্রশংসাসহ তাসবীহ বর্ণনা করুন। আর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তিনি তো মহা ক্ষমাশীল।

○ **সূরা কাফিরুনের শানে নুযূল ঃ** কুরাইশ সরদারদের একদল একবার রাসূল (স)-এর কাছে এসে প্রস্তাব করে, আপনি একবছর আমাদের দেব-দেবীদের ইবাদত করবেন এবং আমরা এক বছর আপনার প্রভুর ইবাদত করব। রাসূল (স) বলেন, আল্লাহ তা'আলার সাথে কোন কিছুকে শরীক করা থেকে তাঁর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারা তখন বলে, তাহলে আপনি আমাদের কিছু দেব-দেবীকে স্পর্শ করে দিন। তাহলে আমরা আপনাকে সত্য নবী বলে মেনে নেব এবং আপনার প্রভুর প্রতি ঈমান আনব। তখনই আল্লাহতাআলা এই সূরা নাযিল করেন। পর দিন রাসুল (স) মসজিদে হারামে এসে দেখেন, মসজিদে মানুষে পরিপূর্ণ। রাসূল (স) তখন সেখানে দাঁড়িয়ে এই সূরা পাঠ করলে সকলে চরমভাবে হতাশ হয়ে পড়ে। ইবনে আব্বাসের (রা) রেওয়াতে আছে, রাসুল (স)-এর কাছে কুরাইশদের মধ্যে ওয়ালীদ ইবনে মুগীরা, আস ইবনে ওয়ায়েল, উমাইয়া ইবনে খালফ ও আসওয়াদ ইবনে আবদুল মুত্তালিবও এসেছিল। (কুরতুবী)

○ **সূরা নাছরের শানে নুযূল ঃ** সূরা অবতীর্ণের দিক দিয়ে এটি শেষ নাযিলকৃত সূরা। যখন এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়েছে, তখন কতিপয় সাহাবা (রা) ধারণা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর এখন শেষ সময়। এজন্য আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল (স)-কে তাসবীহ, তাহমীদ ও ইস্তেগাফরের নির্দেশ দিয়েছেন। ○ **বিশ্লেষণ (আঃ ১) ঃ** نصر الله والفتح - আল্লাহর সাহায্য দ্বারা, ইসলাম ও মুসলমানগণের কুফর ও কাফিরদের উপর বিজয় বুঝানো হয়েছে এবং 'বিজয়' দ্বারা মক্কা বিজয়কে বুঝান হয়েছে। (কুঃ কারীম)

সূরা লাহাব
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৫
রুকূ ঃ ১

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝١ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝٢

১। তাব্বাত্ ইয়াদা~আবী লাহাবিওঁ ওয়া তাব্বা। ২। মা~আগ্‌না- 'আন্‌হু মা- লুহূ ওয়ামা- কাসাব্।
(১) আবু লাহাবের দু হাত বিনষ্ট হোক এবং বিনাশ হোক সে নিজেও। (২) তার ধনসম্পদ এবং সে যা উপার্জন করেছে তা কোনই উপকারে আসেনি।

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝٣ وَّامْرَاَتُهٗ ۭ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝٤

৩। সাইয়াস্বলা- না-রান যা-তা লাহাবিওঁ ৪। ওয়াম্‌রাআতুহূ ; হ্বাম্মা- লাতাল হাত্বাব।
(৩) অতিশীঘ্রই সে প্রবেশ করবে (জ্বলবে) শিখাযুক্ত (লেলিহান) অগ্নিতে। (৪) আর তার স্ত্রীও সে ইন্ধন (জ্বালানী কাঠ) বহনকারিণী।

فِىْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝٥

৫। ফী জ্বীদিহা- হ্বাবলুম মিম মাসাদ।
(৫) তার (স্ত্রীর) গলায় রয়েছে খেজুর আঁশের রজ্জু।

সূরা ইখলা-স
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৪
রুকূ ঃ ১

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝١ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۝٢ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۝٣

১। কুল্ হুওয়াল্লা-হু আহ্বাদ্। ২। আল্লা-হুস্ স্বামাদ্। ৩। লাম ইয়ালিদ্ ওয়া লাম ইউলাদ্।
(১) আপনি বলুন, তিনিই আল্লাহ এক। (২) আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, (৩) তিনি (আল্লাহ) কাউকেই জন্ম দান করেন না।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ۝٤

৪। ওয়া লাম ইয়াকুল লাহূ কুফুওয়ান্ আহ্বাদ্।
(৪) আর তাঁকেও কেউ জন্ম দান করেনি। তাঁর সমতুল্য কেউই নেই।

○ সূরা লাহাবের শানে নুযূল ঃ যখন রাসূলুল্লাহ (স)-কে নির্দেশ দেয়া হল যে, "হে রাসূল! আপনি আপনার নিজ আত্মীয়-স্বজনদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছান।" তখন রাসূলুল্লাহ (স) সাফা পাহাড়ে উঠে "ইয়া সাবা-হা" বলে আওয়াজ দিলেন। তখন এ ধরনের আওয়াজ ছিল, অশুভ সংকেত ধ্বনি। সুতরাং সবাই এ আওয়াজে পাহাড়ের নীচে এসে সমবেত হল। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমরা বল, আমি যদি তোমাদেরকে বলি যে, এ পাহাড়ের পাশ্চাতে এক অশ্বারোহী বাহিনী অবস্থান করছে, যারা তোমাদের উপর আক্রমণ করবে। তবে সে কথাটি তোমরা বিশ্বাস করবে? তারা বলল, কেন করবনা? আমরা আপনাকে কখনও মিথ্যাবাদী রূপে পাইনি। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমি তোমাদেরকে এক ভীষণ শাস্তির ভয় প্রদর্শন করছি। (যদি তোমরা কুফর ও শিরকের মধ্যে নিমজ্জিত থাক।) একথা শুনে আবু লাহাব বলল, تبالك তোমার ধ্বংস হোক। তুমি কি আমাদেরকে একথা শোনাবার জন্য সমবেত করেছ? যে প্রেক্ষিতে আল্লাহ এ সূরাটি অবতীর্ণ করেন। (কুঃ কারীম) আবু লাহাব ঃ তার প্রকৃত নাম আব্দুল উজ্জা। তার চেহারা ছিল সুন্দর এবং অগ্নির মত। তাই তাকে আবু লাহাবা (অগ্নি শিখার পিতা) বলা হত। (কুঃ কারীম) ○ সূরা ইখলাছের শানে নুযূল ঃ মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলল, আমাদেরকে আপনার প্রতিপালকের বংশ পরিচিতি বলে শুনান। এ প্রেক্ষিতে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। (আসবাব)

সূরা ফালাক্ব
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৫
রুকূ ঃ ১

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۙ﴿۱﴾ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۙ﴿۲﴾ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا

১। কুল আ'ঊযু বিরাব্বিল ফালাক্ব, ২। মিন্ শার্‌রি মা- খালাক্ব। ৩। ওয়া মিন্ শার্‌রি গা-সিক্বিন্ ইযা-

(১) আপনি বলুন, আমি আশ্রয় চাচ্ছি প্রভাতের স্রষ্টার, (২) তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অপকার হতে, (৩) আঁধার রাতের অপকার হতে, যখন তা আঁধারে

وَقَبَ ۙ﴿۳﴾ وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ ۙ﴿۴﴾ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

ওয়াক্বাব্। ৪। ওয়া মিন্ শার্‌রিন্ নাফ্‌ফা-ছা-তি ফিল্ 'উক্বাদ্। ৫। ওয়া মিন্ শার্‌রি হ্বা-সিদিন্ ইযা- হ্বাসাদ্।

আচ্ছন্ন হয়ে যায়। (৪) আর (যাদু পাঠ করে) গিরাসমূহে ফুঁক প্রদানকারিণীদের অপকার হতে। (৫) আর হিংসুকের অপকার হতে, যখন সে হিংসা করে।

সূরা না-স
মক্কী

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
বিসমিল্লা-হির রাহ্‌মা-নির রাহীম
পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

আয়াত ঃ ৬
রুকূ ঃ ১

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ﴿۱﴾ مَلِكِ النَّاسِ ۙ﴿۲﴾ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ﴿۳﴾ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ

১। কুল্ আ'ঊযু বিরাব্বিন্ না-স, ২। মালিকিন্ না-স, ৩। ইলা-হিন্ না-স্। ৪। মিন্ শার্‌রিল্ ওয়াস্ ওয়া-সিল্

(১) আপনি বলুন, আমি মানুষের প্রতিপালকের কাছে আশ্রয় চাই। (২) যিনি মানুষের বাদশাহ, (৩) যিনি মানুষের মাবূদ, (৪) আশ্রয় চাই লুকিয়ে থাকা শয়তানের

الْخَنَّاسِ ۙ﴿۴﴾ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ﴿۵﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

খান্না-স্। ৫। আল্লাযী ইউওয়াস্‌ওয়িসু ফী স্বুদূরিন্ না-স্। ৬। মিনাল্ জ্বিন্নাতি ওয়ান্না-স্।

কুমন্ত্রণার অপকার হতে, (৫) যে মানুষের অন্তরে কুমন্ত্রণা প্রদান করে, (৬) জ্বীন ও মানুষের ভিতর থেকে।

○ সূরা ফালাক্ব ও নাসের শানে নুযূল ঃ রাসূলুল্লাহ (স) একবার কঠিন রোগে আক্রান্ত হন। তিনি নিদ্রাবস্থায় দেখতে পান যে, দুজন ফেরেশতা তাঁর কাছে আসেন। একজন তাঁর শিরোদেশে, অন্যজন্য তাঁর পাদদেশে দাঁড়িয়ে পরস্পরে কথোপকথন করছেন। শিরোদেশের ফেরেশতা, পাদদেশে অবস্থানকারী ফেরেশতার কাছে জিজ্ঞাসা করেন যে, আচ্ছা রাসূলুল্লাহ (স)-এর রোগ সম্পর্কে তোমার ধারণা কি? তিনি বললেন, তিনি (স) যাদুতে আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি (ফেরেশতা) জিজ্ঞাসা করেন, যাদু কে করেছে? ফেরেশতা বললেন, লোবায়েদ বিন আ'সম ইয়াহুদী। ফেরেশতা পুনরায় সে ফিরিশতার কাছে জিজ্ঞাসা করেন, সে যাদুটি কোথায়? জবাব দিল যে, অমুক (জোরযান) কূপের মধ্যে একটি খেজুরের খোসার আবরণের মধ্যে পাথরের নীচে চাপা রয়েছে। এখন তা নষ্ট করার পদ্ধতি হচ্ছে, সে কূপের পানি ফেলে দিয়ে পাথরের নীচে থেকে খেজুরের খোসার আবরণটি বের করে সেটি জ্বালিয়ে দিতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (স) এ কথা শুনে, ভোর বেলা, আম্মার বিন ইয়াসিরকে (রা) কতিপয় সাহাবা (রা)-সহ কূয়ার কাছে প্রেরণ করেন। তাঁরা কূয়ার পানি উঠিয়ে ফেললেন এবং পাথর উঠিয়ে খেজুরের খোসাটি বের করে যখন জ্বালিয়ে দিলেন, তখন তাঁরা দেখতে পেলেন যে, তাতে একটি তাহের (সূতায়) এগারটি গিরা দেয়া রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এ সূরা দুটি অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ (স) এক এক আয়াত পাঠ করেন সাথে সাথে এক একটি গিরা খুলে যায়। যখন এগারটি আয়াত পাঠ করা হল, গিরা এগারটিও খুলে গেল। (আসবাবুন্ নুযুল)

ক্বোরআন শরীফ খতমের দোয়া

ক্বোরআন শরীফ খতমকালে সূরা নাস পর্যন্ত তিলাওয়াত করার পর পুনরায় সূরা ফাতিহা ও "আলিফ-লাম-মীম" থেকে "মুফলিহুন" পর্যন্ত তিলাওয়াত করে নিম্নের দোয়া পাঠ করে মোনাজাত করবে।

صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ○ وَصَدَقَ رَسُوْلُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمُ ○ وَنَحْنُ

ছাদাক্বাল্লা-হুল্ 'আলিইয়ুল্ 'আজীম। ওয়া ছাদাক্বা রাসূলুহুন্ নাবিইয়ুল্ কারীম। ওয়া নাহ্নু

মহান আল্লাহতাআলা অবশ্যই সত্য বলেছেন। আর তাঁর সম্মানিত নবী ও রাসূল (সাঃ) ও সত্য বলেছেন

عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ○ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بِكُلِّ حَرْفٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ حَلَاوَةً

'আলা- যা-লিকা মিনাশ্ শা-হিদীন্। আল্লা-হুম্মার্ যুক্বনা- বিকুল্লি হার্ফিম মিনাল্ কুরআ-নি হালা-ওয়াতাও

আমি এর সাক্ষী। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে পবিত্র কুরআনের প্রতিটি হরফের স্বাদ আস্বাদন করান

وَّبِكُلِّ جُزْءٍ مِّنَ الْقُرْاٰنِ جَزَاءً ○ اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا بِالْاَلِفِ اُلْفَةً وَّبِالْبَاءِ

ওয়া বিকুল্লি জুয্ইম মিনাল কুর্আনি জ্বাযা—আ। আল্লা-হুম্মার যুক্বনা বিল্আলিফি উল্ফাতাও ওয়াবিল্বা—ই

এবং কুরআনের প্রতিটি অংশের বদলে প্রতিদান প্রদান করুন। হে আল্লাহ! আমাদেরকে আলিফের বিনিময়ে ভালবাসা, 'বা' এর

بَرَكَةً وَّبِالتَّاءِ تَوْبَةً وَّبِالثَّاءِ ثَوَابًا وَّبِالْجِيْمِ جَمَالًا وَّبِالْحَاءِ حِكْمَةً

বারাকাতাও ওয়াবিত্তা—ই তাওবাতাও ওয়াবিছ্ছা—ই ছাওয়া-বাও ওয়াবিল্জীমি জ্বামা-লাও ওয়াবিল্হা—ই হিক্মাতাও

বিনিময়ে বরকত, 'তা' এর বিনিময়ে তওবা, 'ছা' এর বিনিময়ে সওয়াব, 'জীম' এর বিনিময়ে সৌন্দর্য, 'হা' এর বিনিময়ে হিকমত-প্রজ্ঞা,

وَّبِالْخَاءِ خَيْرًا وَّبِالدَّالِ دَلِيْلًا وَّبِالذَّالِ ذَكَاءً وَّبِالرَّاءِ رَحْمَةً

ওয়াবিল্খা—ই খাইরাও ওয়াবিদ্দা-লি দালীলাও ওয়াবিয্ যা-লি যাকা—আও ওয়াবির্রা—ই রাহ্মাতাও

'খা' এর বিনিময়ে কল্যাণ, 'দাল' এর বিনিময়ে দলিল-প্রমাণ, 'যাল' এর বিনিময়ে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, 'রা' এর বিনিময়ে দয়া,

وَّبِالزَّاءِ زَكٰوةً وَّبِالسِّيْنِ سَعَادَةً وَّبِالشِّيْنِ شِفَاءً وَّبِالصَّادِ صِدْقًا

ওয়াবিয্যা—ই যাকা-তাও ওয়াবিস্সীনি সা'আ-দাতাও ওয়াবিশ্শীনি শিফা—আও ওয়াবিছ্ছাদি ছিদ্ক্বাও

'যা' এর বিনিময়ে পরিশুদ্ধতা, 'সীন' এর বিনিময়ে সৌভাগ্য, 'শীন' এর বিনিময়ে আরোগ্য, 'ছায়াদ' এর বিনিময়ে সত্যবাদিতা,

وَّبِالضَّادِ ضِيَاءً وَّبِالطَّاءِ طَرَاوَةً وَّبِالظَّاءِ ظَفَرًا وَّبِالْعَيْنِ عِلْمًا

ওয়াবিদ্বা-দ্বি দ্বিয়া—আও ওয়াবিত্বা—য়ি ত্বারা ওয়া তাও ওয়াবিজ্জা—ই জাফারাও ওয়াবিল 'আইনি 'ইলমাও

'দ্বাদ' এর বিনিময়ে আলো, 'ত্বোয়া' এর বিনিময়ে সজীবতা, 'জোয়া' এর বিনিময়ে সাফল্য, 'আইন' এর বিনিময়ে জ্ঞান,

وَّبِالْغَيْنِ غِنًى وَّبِالْفَاءِ فَلَاحًا وَّبِالْقَافِ قُرْبَةً وَّبِالْكَافِ كَرَامَةً

ওয়াবিল্গাইনি গিনাও ওয়াবিলফা—ই ফালা-হাও ওয়াবিলক্বা-ফি কুরবাতাও ওয়াবিলকা-ফি কারা-মাতাও

'গাইন' এর বিনিময়ে ঐশ্বর্যময়, 'ফা' এর বিনিময়ে সাধনায় সাফল্য লাভ, 'ক্বাফ' এর বিনিময়ে নৈকট্য, 'কাফ' এর বিনিময়ে মর্যাদা,

وَّبِاللَّامِ لُطْفًا وَّبِالْمِيْمِ مَوْعِظَةً وَّبِالنُّوْنِ نُوْرًا وَّبِالْوَاوِ وُصْلَةً

ওয়া বিল্লা-মি লুত্বফাও ওয়া বিলমীমি মাও'ইজাতাও ওয়া বিন্নূনি নূরাও ওয়া বিল্ওয়াই উছলাতাও

লাম এর বিনিময়ে বিনম্রতা, 'মীম' এর বিনিময়ে উপদেশ, 'নূন' এর বিনিময়ে নূর, 'ওয়াও' এর বিনিময়ে মিলন, 'হা' এর বিনিময়ে

وَّبِالْهَاءِ هِدَايَةً وَّبِالْيَاءِ يَقِيْنًا ○ اَللّٰهُمَّ انْفَعْنَا بِالْقُرْاٰنِ الْعَظِيْمِ ○

ওয়াবিলহা—ই হিদা-য়াআও ওয়াবিলইয়া—ই ইয়াক্বীনা-। আল্লাহুম মান্ফা'না- বিল্কুরআ-নিল্ 'আজীম।

হেদায়াত ও 'ইয়া' এর বিনিময়ে দৃঢ় বিশ্বাস নছীব করুন। হে আল্লাহ! পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে আমাদেরকে উপকৃত করুন।